গৃহ-চিকিৎসা।

ডাক্তার

শ্রীজগদীশচন্দ্র লাহিড়ী কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা:

১৪ নং কলেজ স্কয়ার

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা

লাহিড়ী এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত।

ভূমিকা।

বঙ্গদেশের লোক যেমন দরিদ্র তেমনি রোগে পীড়িত। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অন্যান্য মতের চিকিৎসা অপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। এই মতের চিকিৎসা স্বল্প-ব্যয় সাপেক্ষ। যাহাতে প্রত্যেক গৃহস্থ সামান্য সামান্য রোগে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উপকার পাইতে পারেন এবিষয়ে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে। পিতা, মাতা বা কোন কর্ত্তপক্ষ এই পুস্তক দেখিয়া পরিবার বর্গের সহজ সহজ রোগ সকল চিকিৎসা করিয়া উপকার প্রাপ্ত হইলেই পরিশ্রম সকল জ্ঞান করিব।

যে সকল রোগ কঠিন ও সাংঘাতিক তাহা অতি সাবধানে পরিত্যাগ করা হইয়াছে, কারণ যাঁহাদের জন্য এই পুস্তক লিখিত তাঁহাদের পক্ষে সেই সকল রোগ চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত। সহজ সহজ পীড়ার চিকিৎসাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য।

পরিশেষে যে সকল পুস্তকাদির সাহায্য লওয়া হইয়াছে তাহার প্রণেতাগণের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিলাম।

কলিকাতা;
২০শে অগ্রহায়ণ, ১২৯২ সাল। } শ্রীজগদীশচন্দ্র লাহিড়ী।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১—জ্বর।

২—চর্ম্মরোগ সমূহ।

৩—মস্তিষ্কের পীড়া সমূহ।

৪—চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার রোগ সমূহ।

৫—দন্ত ও গলার রোগ সমূহ।

৬—হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসপথের রোগ সমূহ।

৭—পরিপাক যন্ত্রের রোগ সমূহ।

সূচীপত্র।

গৃহ-চিকিৎসা।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়মাবলি।

রোগ হইলে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা উহা নিবারণ করা অপেক্ষা রোগ না হইতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। রোগ আমাদের পাপ ও অত্যাচার, অজ্ঞতা এবং শারীরিক নিয়ম পালনে অক্ষমতার বিষময় ফল। সর্ব্বসাধারনেরই স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাবলি অবগত হইয়া তদনুসারে কার্য্য করা উচিত। স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন করিলে অনেক সময় রোগের ভীষণ হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়, শরীর সবল ও সতেজ হয় এবং অকালমৃত্যু অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। তজ্জন্য স্বাস্থ্য রক্ষার স্থূল স্থূল বিষয়গুলি এই অধ্যায়ে লিখিত হইল।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগ সংখ্যাও আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। মানুষের আদিম ও প্রাকৃতিক অবস্থায় পীড়ার গতি এত বিস্তৃতপ্রসর ছিল না। যত আমরা সভ্যতাভিমানে স্ফীত হইতেছি ততই বিবিধ প্রকার কঠোর পীড়া সকল আসিয়া সমাজে প্রবেশ পূর্ব্বক মানুষের সুখস্বচ্ছন্দ কাড়িয়া লইয়া তৎপরিবর্ত্তে দুঃখ, শোক ও বিষণ্ণতা

ছড়াইয়া দিতেছে। আমাদের জীবন যেমন সভ্যতার উন্নতির সহিত ক্রমশঃ স্বাভাবিক হইতে অস্বাভাবিকে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আমাদেরও তদনুসারী কৃত্রিম উপায় সকল অবলম্বন করিয়া দেহের সুখস্বচ্ছন্দ রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

আহার।

আহার ভিন্ন জীবন ধারণ হয় না। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতৃস্তন্য পান করে, ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি সহকারে শারীরিক পুষ্টিসাধনার্থ বহুল পরিমাণে বিবিধ দ্রব্য আহার করিয়া বর্দ্ধিত, সবল এবং পূর্ণায়তন হয় এবং পরিশেষে যখন এই আহার-ক্ষমতা হ্রাস হইয়া আইসে তখনই জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়।

আহারীয় সামগ্রী উদরসাৎ হইলে যাহাতে উহা সত্বরেই পরিপাক হইয়া দেহে সমীকৃত হয় তজ্জন্য দুইটী প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়া থাকে। প্রথম রন্ধন, দ্বিতীয় চর্ব্বন। আহারের উদ্দেশ্য ভুক্ত পদার্থ জীর্ণ ও রক্তের সহিত একীভূত হইয়া শরীরের দৈনিক অপচয় পূরণ করে। যে আহার জীর্ণ হয় না তাহাতে শরীরের অপচয় রক্ষা হওয়া দূরে থাকুক নানাবিধ ব্যাধি আনয়ন করে। তজ্জন্য রন্ধন যাহাতে সুচারুরূপে ও সরল ভাবে সম্পন্ন হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অধিক পরিমাণে ঘৃত, গরম মসলা, পেঁয়াজ প্রভৃতি প্রতিনিয়ত

ভোজন করিলে উদরাময় ও পরিপাক শক্তি হ্রাস হয়। আহারীয় দ্রব্য অতি ধীরে ধীরে চর্ব্বন করিয়া খাওয়া উচিত। আহারীয় পদার্থ উত্তমরূপে চর্ব্বিত না হইলে উহা মুখের লালার সহিত সম্যক সংমিশ্রিত হইতে পারে না, সুতরাং পরিপাকের ব্যাঘাত করে।

আমাদের প্রধান খাদ্য চাউল। চাউল পরিষ্কার হওয়া উচিত। দুই বেলা অন্নাহারের পরিবর্ত্তে রাত্রিতে রুটি খাওয়া মন্দ নহে, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া প্রদেশে অনেকের মতে রাত্রিতে অন্নের পরিবর্ত্তে রুটি খাওয়া ভাল। ভাত অপেক্ষা রুটি অধিকতর পুষ্টিকারক। ময়দা অপেক্ষা আটার রুটি ভাল কারণ উহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভুষী মিশ্রিত থাকায় উহাতে কোষ্ঠ পরিস্কার রাখে। পীড়িত ব্যক্তিকে এরূপ গুরুপাক রুটি দেওয়া উচিত নহে।

ডাউল, তরকারি ও শাকাদি আমাদের খাদ্যের প্রধান উপকরণ। রোগীকে কড়াইয়ের ডাউল দেওয়া বিধেয় নহে। মুগ, মসুর, বুট ও মটর উৎকৃষ্ট ডাউল। ডাউল আমাদিগের পক্ষে বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য কারণ ইহাতে মাংসজাতীয় যবক্ষারজান পদার্থ অন্যান্য খাদ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে অবস্থিত। পেটেরপীড়ায় ডাউল কুপথ্য।

তরকারির মধ্যে অনেকগুলি পুষ্টিকর ও সুখাদ্য। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যেখানে অমিশ্র মাংসাহার প্রচলিত, সেখানেও কেবলমাত্র মাংসের পরিবর্ত্তে তরিতরকারির ভাগ অধিক খাও-

য়ার জন্য ঘোর আন্দোলন হইতেছে। আলু, পটল, কাঁচকলা, মানকচু, কাঁঠালবীজ, থোড়, প্রভৃতি তরকারির মধ্যে উৎকৃষ্ট। সময়ে সময়ে তিক্ত পদার্থ খাওয়া ভাল; গলতার ঝোল অতিশয় উপকারী। শাকজাতীয় পদার্থ অতিরিক্ত খাওয়া উচিত নহে, তবে উহাতে ক্ষারজাতীয় পদার্থ থাকায় সময়ে সময়ে শাক আমাদের শরীরের প্রয়োজনে লাগে। রোগীর পক্ষে শাক কুপথ্য। ফলের মধ্যে কতকগুলি সুখাদ্য ও উপকারী। আম্র, নারিকেল, কাঁঠাল, কলা, কালজাম, পেঁপে, বেল প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। নারিকেল শুষ্ক হইলে গুরুপাক হয়। কাঁঠাল অধিক খাইলে পেটের পীড়া জন্মে।

দুগ্ধ অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। জগতের মধ্যে দুগ্ধ ভিন্ন আর এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা খাইয়া মানুষ চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। দুগ্ধের মধ্যে আমাদের শরীরের আবশ্যকীয় উপকরণ সকল অতি সুন্দর ভাবে বিমিশ্রিত আছে। গো-দুগ্ধই আমাদের দেশে প্রচলিত; দুগ্ধ এত উপকারী ও আবশ্যকীয় পদার্থ বলিয়া আমাদের দেশে গরু পূজনীয় দেবতা। আমাশয় ও কাশ রোগে ছাগদুগ্ধ উপকারী। শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন্য দুগ্ধ যেমন উপকারী ও সহজে পরিপাক হয় এমন কিছুই নহে। যখন মাতৃস্তনে দুগ্ধ না থাকে তখন গর্দভদুগ্ধ বা গোদুগ্ধে জল মিশাইয়া খাইতে দেওয়া যায়। অনেক সময় দুগ্ধ দ্বারা সংক্রামক পীড়া সকল নানা স্থানে সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়। দুগ্ধ হইতে নানাবিধ উৎকৃষ্ট ও পুষ্টি-

কারক পদার্থ সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে তন্মধ্যে মাখম, ঘৃত, ছানা, ডাল।

আমাদের দেশে আজ কাল মাংসের দিন দিন অধিক ব্যবহার দেখা যাইতেছে। মাংস উৎকৃষ্ট খাদ্য বটে কারণ উহা সহজে পরিপাক হইয়া অল্প আহারে অধিক পুষ্টি সাধন করে। মাংস এত উৎকৃষ্ট খাদ্য হইয়াও দুইটি কারণে উহা হইতে বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে। প্রথম, যদৃচ্ছা মাংস ভোজন। অনেক সময়ে বাজারের বিক্রীত মাংস যে অতিশয় অখাদ্য পদার্থ তাহার আর কাহারও অবিদিত নাই। ইংলণ্ডে এই যথেচ্ছা মাংসাহার হেতু যে সমস্ত ভীষণ ও বিকট পীড়া সকল দেখিতে পাওয়া যায় হিন্দুদিগের মাংসাহারের অনেক প্রকার নিয়ম থাকায় সে সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়, গুরুপাক মাংস রন্ধন। আমাদের কেমন দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বাস কেন ভ্রম, যে মাংস খাইতে হইলেই উহাতে ঘি, মসলা, পেঁয়াজ প্রভৃতি পদার্থের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। এরূপ গুরুপক্ক পদার্থ যে অপকারী হইবে তাহার আর বিচিত্র কি ?

দুইবার প্রধান আহার ও দুইবার জলযোগ করিলেই যথেষ্ঠ। জলযোগে অধিক মিষ্টান্ন ব্যবহার দূষণীয়। জলযোগকালে ফল মূল এবং অবস্থানুসারে লুচি, কচুরী, গজা, মুড়ি, চিঁড়েভাজা, খই প্রভৃতি উত্তম। আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে ও যথোপযুক্ত আহার করিলে অনেক সময়ে অনেক পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

আহারের পর দন্ত ও মুখ বেশ পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। দাঁতে কোন ভুক্ত পদার্থ সংলগ্ন থাকিলে মুখে দুর্গন্ধ হয় ও দাঁত নষ্ট করে। দাঁতের সমুচিত সঞ্চালন হয় না বলিয়া আজ কাল এত অল্প বয়সে দাঁত পড়িয়া যাইতে দেখা যায়। সকলের পক্ষেই দাঁতন করা উপকারী, বিশেষ যাহাদের দাঁতের গোড়া শিথিল ও সহজেই রক্ত পড়ে তাহাদের পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যকীয়।

জল।

প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার জল ভিন্ন জীবন রক্ষা হয় না। পরিষ্কার জলের অভাব বশতঃ আজ কাল পীড়ার, বিশেষতঃ ওলাউঠা প্রভৃতি ভীষণ সংক্রামক রোগ সকলের এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ভাল পরিষ্কার পুষ্করিণী দেশে নাই বলিলেও হয়—পূর্ব্বকালের সরোবর সকল কতক শুকাইয়া গিয়াছে, কতক অপরিষ্কার হইয়া পীড়ার প্রধান আকর হইয়া উঠিয়াছে। নদীর জল পাওয়া গেলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বর্ষাকালে নদীর জল যদিও ঘোলা হয় বটে কিন্তু উহা অল্প আয়াসেই পরিষ্কার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কূপের জল ব্যবহার হইয়া থাকে। যে পুষ্করিণীতে সর্ব্বদা স্নান এবং বস্ত্রাদি ধৌত করা হয় সে পুষ্করিণীর জল পানের জন্য ব্যবহার করা উচিত নহে। পানীয় জলের জন্য পৃথক পুষ্করিণী থাকা উচিত।

যেখানে অধিক পরিমাণে পরিষ্কার জল দুষ্প্রাপ্য সেখানে কূপোদক বা অন্য কোন জল সিদ্ধ করিয়া পরে বালি ও কয়লা দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এই রূপ নিয়মে ও সাবধানে থাকায় অনেককে ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠার মধ্যে থাকিয়াও রোগ হইতে মুক্ত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

বায়ু।

জলের ন্যায় পর্য্যাপ্ত পরিস্কৃত বায়ু জীবন রক্ষার প্রধান উপায়। পরিশুদ্ধ বায়ু অতি সুলভ; আমরা একটু চেষ্টা করিলেই উহা বিনাব্যয়ে যথেষ্ট পরিমাণে পাইতে পারি। জীব, জন্তু, বৃক্ষাদি পচিয়া ও নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা সদাসর্ব্বদা বায়ু দূষিত হইতেছে এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিস্কৃত বায়ুর সহিত অনবরত বিমিশ্রিত হইয়া দোষ শূন্য হইতেছে। কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেরই প্রতিদিন পরিষ্কার বায়ু সেবন কর্ত্তব্য। দরিদ্রেরা সদাসর্ব্বদা বহির্দ্দেশে ও মাঠে কাজ কর্ম্ম করে বলিয়া তাহাদের পরিষ্কার বায়ু সেবনে অভাব হয় না। আমাদের দেশে এক ঘরে ও এক শয্যায় বহু লোক শয়ন করা, ঘরের ভিতর পরিষ্কার বায়ু গমনাগমনের জন্য উপযুক্ত দ্বার ও জানালা না রাখা বিশেষ কুপ্রথা। প্রত্যেক ব্যক্তি নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১৪ ঘনফুট বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে; ইহা বুঝিয়া এক ঘরে বহু লোক শয়ন করিতে দেওয়া উচিত। হিমের

ভয়ে আবার আমাদের দেশে অনেককেই গৃহের দ্বার জানালা, এমন কি ক্ষুদ্র ছিদ্রটী পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া পুত্র পৌত্রাদি বহু পরিবার সহ এক ঘরে শয়ন করিতে দেখা যায়। এই ঘরের বায়ু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা বিষাক্ত হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে ঘরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্ততঃ দুইটি জানালা খুলিয়া দিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

বাস গৃহ শুষ্ক ও পরিষ্কার হওয়া উচিত। শয়ন গৃহ ভিজা ও সেঁৎসেঁতে হইলে বাত, কাশী প্রভৃতি কঠিন পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ব্যায়াম।

ব্যায়ামে শরীর সবল ও রোগশূন্য এবং মন স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট হয়। দীর্ঘ জীবনের জন্য ব্যায়াম অত্যাবশ্যকীয়। বিনা পরিশ্রমে মাংসপেশী সকল শিথিল হইয়া পড়ে, রক্ত সঞ্চালন মন্দীভূত হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া অতি ধীরে সম্পন্ন হইতে থাকে। আলস্যই রোগের মূল; তাই আমাদের দেশের ধনবান্ ব্যক্তি সকল এক একটি রোগের হাঁসপাতাল বিশেষ। ব্যায়ামে শরীরের পেশী সকল পরিপুষ্ট, দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়। রক্তসঞ্চালন ও শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বর্দ্ধিত হইয়া দেহের দোষাবহ পদার্থ সকল ঘর্ম্ম দ্বারা দূরীভূত এবং পরিপাক শক্তির উন্নতি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

যাহার যেরূপ ব্যায়াম ও পরিশ্রম সহ্য হয়, তাহার সেই রূপ ব্যায়াম করা উচিত। ভ্রমণ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যায়াম; ইহা সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক ও সুলভ। সকল অবস্থার ও সকল বয়সের লোকেই যথেষ্ঠ পরিমাণে ভ্রমণ করিয়া শরীরের উপযুক্ত ব্যায়াম সাধনে সক্ষম। এতদ্ব্যতীত অশ্বারোহণ, দৌড়ান, সন্তরণ, মুগুরভাঁজা ও কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়াম ভাল।

ক্লান্ত ও দুর্ব্বল শরীরে ব্যায়াম করা উচিত নহে। রুগ্ন ব্যক্তিদিগের সাবধানে ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। তাহাদিগের পক্ষে ক্লান্তিজনক ভ্রমণ ও প্রবল বায়ুতে গমন নিষিদ্ধ। আমাদের দেশের লোক একটু বয়স্থ হইলেই ব্যায়াম করা লজ্জার বিষয় মনে করেন কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ অন্যায়; বরং বয়োবৃদ্ধি সহকারে আমাদের শরীরের যান্ত্রিক ক্রিয়া সকল যেমন মন্দা হইতে থাকে এবং বহির্দ্দেশের পরিশ্রমজনক কর্ম্ম অল্প হইয়া গৃহের মধ্যে কার্য্য ও মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি হইতে থাকে, তেমনি কৃত্রিম ব্যায়াম অবলম্বন করিয়া শরীর তেজশালী ও মন প্রফুল্ল রাখা কর্ত্তব্য।

পরিধেয়।

বিবিধ পরিচ্ছদ সভ্যতার সহচর। শীতাতপ হইতে শরীরকে রক্ষা করাই পরিধেয়ের মূল উদ্দেশ্য। ঋতু পরিবর্ত্তন অনুসারে সাবধানে পরিধেয় পরিবর্ত্তন করা উচিত।

আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ; আমাদের দেশে সর্ব্বদা গরম বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত রাখা আবশ্যক হয় না। সর্ব্বদা গরম বস্ত্র যথা ফ্লানেল, মোজা ইত্যাদি দ্বারা শরীর ঢাকিয়া রাখিলে শরীরের শীতসহনের স্বাভাবিক শক্তি হ্রাস হইয়া পড়ে; সুতরাং অতি সামান্য কারণেই সর্দ্দি, কাশী, গলায় বেদনা প্রভৃতি পীড়া হইয়া থাকে।

বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমীদিগের অপেক্ষা রুগ্ন ও দুর্ব্বলের এবং যুবা পুরুষদিগের অপেক্ষা বৃদ্ধ ও শিশুদিগের শরীররক্ষার্থ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বস্ত্র আবশ্যক। আবার হিমের ভয়ে অতি-রিক্ত সাবধানতা এবং তজ্জন্য সর্ব্বদা ফ্লানেল ব্যবহার ও গৃহের দ্বার জানালা আবদ্ধ রাখাও দূষনীয়। গ্রীষ্মকালে কার্পাস বস্ত্র ও শীতকালে অবস্থানুসারে গরম বস্ত্র ব্যবহার বিধেয়।

আমরা আমাদের দেশের একটি কুপ্রথার উল্লেখ এখানে না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যে রূপ বস্ত্রই ব্যবহৃত হউক না কেন উহা সর্ব্বদা পরিস্কার থাকা কর্ত্তব্য। সভ্যতার জ্বালায় আমাদিগকে যখনই ঘরের বাহির হইতে হয় তখনই শরীর আবৃত করিয়া বাহির হইতে হয়। গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া কাপড়ে যে রূপ দুর্গন্ধ ও ময়লা হয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সাধারণতঃ অবস্থা মন্দ বলিয়া উহা অন্ততঃ সপ্তাহে সপ্তাহেও রজকদ্বারা ধৌত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ঐ দুর্গন্ধময় বস্ত্র বহু দিন ব্যবহার করিতে করিতে যে শরীর পীড়িত হইয়া পড়িবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? এরূপ স্থলে

প্রতিদিন পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার জলে কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অপরিচ্ছন্নতা ও অনাচার আমাদের দেশে দিন দিন যেন বৃদ্ধি হইতেছে !

স্নান।

স্নান করা উচিত ইহা বড় একটা আমাদের দেশে কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয় না। স্নানে শরীর সুস্থ, শীতল ও পরিষ্কার হয়, চর্ম্মের ছিদ্র সকল উন্মুক্ত থাকে, শরীরের দুর্গন্ধ দূর এবং শীত সহ্য করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়।

নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ে শরীর নিমগ্ন করিয়া স্নান করা অতি উত্তম। প্রতি দিন আহারের ন্যায় স্নানেরও সময় নির্দ্দিষ্ট রাখা কর্ত্তব্য। স্নানের পূর্ব্বে আহার করা উচিত নহে। দুর্ব্বলের ও রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে শীতল জলে স্নান নিষিদ্ধ। তাহা-দের পক্ষে জল ঈষৎ উষ্ণ করিয়া লইয়া স্নান করা বিধেয়। সুস্থ শরীরের পক্ষে প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে শীতল জলে স্নান করা কর্ত্তব্য।

স্নান আমাদের দেশে, বিশেষতঃ হিন্দুদিগের নিত্য কার্য্য। পূর্ব্বে ধর্ম্মের নামে অনেক শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়মাবলি প্রতিপালিত হইত ; কিন্তু দুঃখের বিষয় শিক্ষাদোষে আজকাল ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছে অথচ শারীরিক নিয়মা-বলির আবশ্যকতা ও উৎকৃষ্টতা অদ্যাপি জনসাধারণের বিশেষ

উপলব্ধি হয় নাই; সুতরাং এক্ষণে স্নান, আহার, পরিধেয় সম্বন্ধীয় শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের বহুবিধ কুফল দৃষ্ট হইতেছে।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলি।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমুদায় বিশ্বস্ত ও রসায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ ঔষধ বিক্রেতার নিকট ক্রয় করা কর্ত্তব্য। ইহাতে অশিক্ষিত ব্যবসায়ীগণ আমাদের চক্ষুর অগোচর নানা প্রকার কৃত্রিমতা করিয়া থাকে। প্রতারকগণ এক ঔষধের পরিবর্ত্তে অন্য ঔষধ দিয়া থাকে। এই রূপ প্রবঞ্চনা হেতু হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুফলের অনেক হানি হয় এবং অনেক সময়ে চিকিৎসকগণ নিন্দারভাগী ও রোগী প্রাণ হারাইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সকলের তিন প্রকার আভ্যন্তরিক ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রথম টিংচার বা আরক, দ্বিতীয় গ্লোবিউল বা বটিকা এবং তৃতীয় ট্রাইটুরেশন বা চূর্ণ।

প্রথম টিংচার বা আরক। বৃক্ষলতাদির মূল, পত্র, বল্কল, ফল প্রভৃতি এল্কোহলে ভিজাইয়া অমিশ্র মূল আরক বা মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। এই মাদার টিংচারের এক ফোঁটা লইয়া উহাতে ৯ ফোঁটা এল্কোহল মিশাইলে ফাষ্ট ডেসিমাল্ ডাইলুসন্ (প্রথম দশমিক ক্রম) এবং ৯৯ ফোঁটা এল্কোহল মিশাইলে ফাষ্ট সেণ্টেসিম্যাল্ ডাইলুসন্ (প্রথম শততমিক ক্রম) প্রস্তুত

হয়। এই প্রথম দশমিক বা শততমিক ক্রমের এক ফোঁটা লইয়া উহাতে ৯ ফোঁটা বা ৯৯ ফোঁটা এল্কোহল মিশাইলে দ্বিতীয় দশমিক বা শততমিক ক্রম প্রস্তুত হয়। এইরূপে তৃতীয়, চতুর্থ, ১০০, ২০০ প্রভৃতি বহুবিধ ক্রম প্রস্তুত হইয়া থাকে। আরক পরিস্কৃত পাত্রে পরিস্কৃত জলে মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দেওয়া যায়।

দ্বিতীয় গ্লোবিউল বা ক্ষুদ্র বটিকা ও পিলিউল বা বড় বটিকা। দুগ্ধ শর্করা বা পরিস্কৃত চিনি দ্বারা এই বটিকা সকল প্রথমে প্রস্তুত হয়, পরে যে ঔষধ দেওয়া আবশ্যক তাহার আরকে উত্তম রূপে ভিজাইয়া লইতে হয়। বটিকা বিদেশে ভ্রমণ কালে সঙ্গে রাখিতে ও সেবন করিতে বিশেষ সুবিধা। যত্ন করিয়া রাখিলে বটিকা বহু দিবস নষ্ট হয় না।

তৃতীয় ট্রাইটুরেশন বা চূর্ণ। যে সমস্ত দ্রব্য অতিশয় কঠিন এবং সহজে এল্কোহলে দ্রব হয় না, যথা স্বর্ণ, লৌহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতু ও অন্যান্য পদার্থ, তাহা দুগ্ধ শর্করার সহিত খলে চূর্ণ করিয়া উত্তম রূপে মিশাইয়া লইতে হয়। এই ট্রাইটুরেশন প্রস্তুত করিতে বিশেষ পরিশ্রম ও সাবধানতার আবশ্যক।

মাত্রা।—প্রথমতঃ কোন ডাইলুসন বা ক্রম ব্যবহার করিতে হইবে তাহা স্থির করা আবশ্যক। ইহা স্থির করিতে বহু অভিজ্ঞতা চাই। সাধারণতঃ তরুণ পীড়ায় নিম্ন ও মধ্য ডাইলুসন যথা ১ম, ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ১২শ এবং পুরাতন পীড়ায় ৩০শ,

১০০, ২০০ বা ততোধিক ডাইলুসন ব্যবহৃত হয়। পূর্ণ বয়স্ক রোগীর পক্ষে ১ ফোঁটা আরক যে ডাইলুসন হউক না কেন এক কাঁচ্চা পরিস্কার জলে মিশাইয়া এক বার খাইতে দিতে হয়; বয়সের অল্পতা অনুসারে এক ফোঁটা দুই বার বা চারি-বার ভাগ করিয়া দিতে হয়।

ক্ষুদ্র বটিকা ৪টা এবং বড় বটিকা ১টা বা ২টা এবং ট্রাইটু-রেশন বা চূর্ণ এক গ্রেণ মাত্রা মুখে ফেলিয়া দিয়া খাইতে হয়। বালকদিগের পক্ষে ইহার অর্দ্ধ ও সিকি মাত্রা।

প্রয়োজনানুমত এবং পীড়ার গতি অনুসারে কখন প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর, কখন দিন ২।৩ বার এবং কখন বা সপ্তাহে এক বার মাত্র ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া হয়। ওলাউঠা প্রভৃতি কঠিন পীড়ায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বা ১৫ মিনিট অন্তর ঔষধ দেওয়া গিয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথি মতে দুই বা ততোধিক ঔষধ একত্র মিশা-ইয়া খাওয়া নিষিদ্ধ। যখন একটি ঔষধে সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া না যায় তখন দুইটি ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সকল অতি পরিষ্কার গন্ধ শূন্য, এবং যেখানে রৌদ্রের তাপ লাগেনা এরূপ স্থানে রক্ষা করিবে। কর্পূর প্রায় সকল ঔষধেরই প্রতিবেধক, তজ্জন্য যে ঘরে ঔষধ রাখিবে সে ঘরে কর্পূর রাখা নিষিদ্ধ। ঔষধ সেবন কালে পরিষ্কার জলে এবং পরিষ্কার কাচ, মৃত্তিকা অথবা

পাথরের পাত্রে ঔষধ প্রস্তুত করিবে এবং তখন কোন প্রকার তীব্র মসলা বা গন্ধযুক্ত পদার্থ, অম্ল, কর্পূর ব্যবহার করিবে না। ঔষধ সেবনের এক ঘণ্টা পরে ও এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কিছু খাওয়া বা ধূম পান নিষেধ।

বাহ্য প্রয়োগের নিমিত্ত অমিশ্র আরক ব্যবহৃত হয়। ঐ অমিশ্র আরক হইতে কখন লোশন, কখন লিনিমেণ্ট, কখন বা মলম প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৯ ভাগ পরিষ্কার জল, অলিভ বা নারিকেল তৈল, অথবা মাথমে এক ভাগ অমিশ্র আরক মিশাইলে যথাক্রমে লোশন, লিনিমেণ্ট অথবা মলম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই পুস্তকে উল্লিখিত ঔষধ সমূহের তালিকা।

১—অরম্
২—আর্সেনিক্
৩—আর্ণিকা
৪—আইরিস্
৫—আর্টিকা
৬—ইপিকা
৭—ইউফ্রেসিয়া
৮—ইগ্নেসিয়া
৯—একোনাইট
১০—এণ্টিমনিয়ম্ টার্ট্
১১—এসিড্ নাইট্রিক্
১২—এসিড্ ফস্ফরিক্
১৩—এপিস্
১৪—এণ্টিমনিয়ম্ ক্রুড্
১৫—ওপিয়ম্
১৬—ক্যামমিলা
১৭—কালি আইয়ড্
১৮—কল্চিকম্

১৯—কালি হাইড্রো
২০—কফি
২১—ক্যালকেরিয়া কার্ব্
২২—কার্বভেজিটেবিলস্
২৩—কলোসিন্থ্
২৪—কলিন্সোনিয়া
২৫—ক্যানাবিস্
২৬—ক্যান্থরিস্
২৭—ককুলস্
২৮—চায়না
২৯—জেল্‌সিমিনম্
৩০—ডিজিটেলিস্
৩১—ড্রসেরা
৩২—ডল্কামারা
৩৩—নক্সভমিকা
৩৪—পল্‌সাটিলা
৩৫—পডোফাইলম্
৩৬—ফস্‌ফরস্
৩৭—বেলেডনা
৩৮—ব্রাইওনিয়া
৩৯—ভেরাট্রম্
৪০—মার্কুরিয়স্ সল্
৪১—মার্কুরিয়স্ আইয়ড
৪২—মস্কস্
৪৩—রসটক্স্
৪৪—লেকেসিস্
৪৫—লাইকোপোডিয়ম্
৪৬—সাইলিসিয়া
৪৭—সল্‌ফর
৪৮—সিপিয়া
৪৯—সিনা
৫০—সিকেলি
৫১—সিমিসিফিউগা
৫২—স্যাবাইনা
৫৩—স্পঞ্জিয়া
৫৪—ষ্ট্রামোনিাম্
৫৫—ষ্টাফিসেগ্রিয়া
৫৬—হেপার সল্
৫৭—হ্যামামেলিস্
৫৮—হাইড্রেসটিস্।

অত্যাবশ্যকীয় ২৪টি ঔষধের নাম।

১—আর্সেনিক্	১৩—পল্‌সাটিলা
২—আর্নিকা	১৪—ফস্‌ফরস্
৩—ইপিকা	১৫—বেলেডনা
৪—একোনাইট্	১৬—ব্রাইওনিয়া
৫—ক্যামমিলা	১৭—ভেরাট্রম্
৬—কফি	১৮—মার্কুরিয়স্ সল্
৭—ক্যালকেরিয়া কার্ব্	১৯—রসটক্স্
৮—কার্বভেজিটেব্লিস্	২০—সল্‌ফর
৯—চায়না	২১—সাইলিসিয়া
১০—জেলসিমিনম্	২২—স্পাঞ্জিয়া
১১—ড্রসেরা	২৩—সিনা
১২—নক্সভমিকা	২৪—হেপার সল্

বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ।

আর্নিকা, ক্যান্থারিস্, হ্যামামেলিস্, ক্যালেণ্ডুলা,
আর্টিকা, লিডম্ প্যালসটার,
রুবিণির স্পিরিটক্যাম্ফর।

———

বাহ্যিক আঘাত।

১—কীটদংশন এবং হুলফুটান।

চিকিৎসা—হুল ফুটাইলে প্রায়ই হুল চর্ম্ম মধ্যে ভাঙ্গিয়া থাকে, তজ্জন্য উহা প্রথমে বাহির করিয়া ফেলিবে। ছুঁচ, সোন্না বা চাবির ছিদ্র দ্বারা চাপিয়া হুল বাহির হইয়া পড়িলে নখ দ্বারা টানিয়া ফেলিয়া দিবে। ক্ষত স্থানে চুনের জল, কর্পূরের আরক কিম্বা পেঁয়াজের রস দিলে জ্বালা নিবারণ হয়। **আর্নিকা** বা **লিডম্ প্যালসটার** লোসন প্রস্তুত করিয়া উহাতে প্রয়োগ করিবে।

২—কালশিরা।

চিকিৎসা—দুই চারি মাত্রা **আর্নিকা** সেবন করিবে। আঘাত লাগিবা মাত্র আর্নিকা লোসন প্রয়োগ করিলে বেদনা হইতে বা কালশিরা পড়িতে পারে না।

৩—ছেঁচা ঘা।

চিকিৎসা—

আর্নিকা—উত্তম ঔষধ। ইহার লোসন ন্যাকড়ায় ভিজাইয়া সর্ব্বদা আঘাত স্থানে প্রয়োগ করিবে। অস্থিতে আঘাত লাগিলে রুটা ও স্তন বা কোন গ্রন্থিতে আঘাত লাগিলে কোনায়ম্ খাইতে দিবে। যত দিন বেদনা ও ফুলা থাকে ততদিন ঐ স্থান স্থির রাখা আবশ্যক।

৪—দাহ বা পোড়া ঘা।

চিকিৎসা—কোন স্থান পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ উহা তুলা দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিবে। দগ্ধ স্থানে বাতাস লাগান একেবারে নিষিদ্ধ। অনেকটা স্থান পুড়িয়া গেলে সমস্ত স্থান একেবারে খুলিয়া পরিষ্কার করা উচিত নহে, একটু করিয়া খুলিবে ও পরিষ্কার করিবে। তুলা অপরিষ্কৃত হইয়া গেলে আবশ্যক অনুসারে বদলাইয়া দিবে। কিন্তু যত কম বদলান যায় তত শীঘ্র দগ্ধ স্থানে চর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রয়োগের ঔষধ—একভাগ কার্ব্বলিক্ এসিড ছয় ভাগ অলিভ্ অইলের সহিত মিশাইয়া উহাতে তুলা ভিজাইয়া ক্ষত স্থানে দিবে। সামান্য পোড়ায় আর্টিকা ইউরেন্স কিম্বা ক্যান্থারিস্

লোসন প্রয়োগ করিলেই আরোগ্য হইয়া যায়। চুনের জল ও নারিকেল তৈল একত্র মিশাইয়া প্রয়োগ করিলেও অতি শীঘ্র উপকার দর্শে। পুড়িবা মাত্র সুরা বা টার্পিন তৈল দিলেই তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারিতহয়। ঘা শুকাইয়া অসিলে নারিকেল তৈল অথবা উহার সহিত ক্যালেণ্ডুলা বা আর্টিকা ইউরেন্স মিশাইয়া ব্যবহার করিবে। পোড়া ঘা জলে ধৌত করিবার আবশ্যক নাই।

সেবনের ঔষধ—সামান্য দাহ ব্যতীত সকল অবস্থায় ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া উচিত। প্রথমেই একোনাইট দিলে জ্বর, জ্বালা ও বেদনা শীঘ্রই নিবারিত হয়। অত্যন্ত অধিক ঘা হইলে এবং পচিয়া উঠিবার মত হইলে আর্সেনিক্ দিবে। শেষোক্ত অবস্থায় সিকেলি এবং কার্বভেজিটেব্লিস্‌ও দেওয়া যায়।

৫—ক্ষত বা কাটা ঘা।

কোন স্থান কাটিয়া গেলে নিম্ন লিখিত নিয়ম গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে ঃ—

(১)—রক্তপড়া বন্ধ করিবে। ইহা নানা প্রকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে, যথা ক্ষত স্থান চাপিয়া ধরিয়া, উচু করিয়া রাখিয়া, শীতল জল বা বরফ প্রয়োগ করিয়া ইত্যাদি।

ক্যালেণ্ডুলা লোসন প্রয়োগ করিবে। ইহাতে রক্তপড়া বন্ধ হইবে এবং পুঁজ জন্মিবে না।

(২)—ক্ষত স্থান সাবধানে পরিষ্কার করিবে। যাহাতে কাটিয়া যায় প্রায়ই সেই দ্রব্য মাংস মধ্যে প্রোথিত হইয়া থাকে। অতএব ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিবার পূর্ব্বে উহাতে কোন ময়লা, চুল, কাচভাঙ্গা, কাঁটা বা কাষ্ঠের কুচি না থাকে এরূপ পরীক্ষা করিবে।

(৩)—ক্ষত স্থানের দুই মুখ একত্র করিয়া বাঁধিয়া দিবে; তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র মুখ জোড়া লাগিয়া ঘা শুকাইয়া যাইবে।

(৪)—ক্ষত স্থান স্থির রাখিবে। হাত পা কাটিয়া গেলে ভ্রমণ বা কার্য্য করা নিষিদ্ধ।

(৫)—ক্ষত স্থান নিত্য পরিষ্কার রাখিবে। পরিষ্কার করিবার সময়ে প্রথমে গরম জলে ক্ষত স্থানের ন্যাকড়া সকল ও ঘা ভিজাইয়া লইয়া পরে সাবধানে উহা খুলিয়া ফেলিবে। এরূপ না করিয়া তাড়াতাড়ি ও সজোরে খুলিতে গেলে রোগীর কষ্ট এবং অধিক রক্তস্রাব হয় এবং ঘা শুষ্ক হইবারও ব্যাঘাত জন্মে।

ক্যালেণ্ডুলা লোসন—দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে এবং কার্ব্বলিক অইল অথবা শুদ্ধ নারিকেল তৈল প্রয়োগ করিবে।

বাহ্যিক প্রয়োগ ব্যতীত সময়ে সময়ে ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। একোনাইট এবং আর্নিকা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলেই অনেক সময়ে যথেষ্ট।

ক্ষতস্থান অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, স্ফীত, মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ মাতাধরা প্রভৃতি লক্ষণে বেলেডনা; ঘা পাকিয়া উঠিলে হেপার সল্‌ফর এবং শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে সাইলিসিয়া দিবে।

৬—মূৰ্চ্ছা।

নানা কারণে মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। পতন ও আঘাত, অসহ্য যন্ত্রণা ও শোক, অপরিমিত রক্তস্রাব, বহু লোকাকীর্ণ স্থানে দূষিত বায়ু হেতু মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। অনেকের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বশতঃ কষ্টকর দৃশ্য, যথা ছাগ বলি এবং স্ফোটকাদি অস্ত্রকরা দেখিয়াও মূর্চ্ছা হইতে দেখা যায়। বগলে হাত দিয়া দেখিলে উত্তাপ, চক্ষুর চেহারা, বুকে কান দিয়া শুনিলে হৃৎপিণ্ডের শব্দ, মুখের নিকট পরিস্কার আয়না ধরিলে উহাতে ঘাম লাগা, নাসিকার নিকট পালক ধরিলে উহার মৃদু সঞ্চালন প্রভৃতি সামান্য সামান্য লক্ষণ দ্বারা মূর্চ্ছা হইয়াছে তাহা নিশ্চয় জানিতে পারা যায়।

মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে লোকশূন্য খোলা স্থানে আনিয়া বুক, গা, গলা এবং কোমর হইতে সমস্ত কাপড় শিথিল বা উন্মুক্ত করিয়া দিবে এবং মস্তক নীচু করিয়া শোয়াইবে। চক্ষে, মুখে ও মস্তকে শীতল জলের ঝাপ্‌টা এবং নাসিকাতে কর্পূরের আরকের আঘ্রাণ প্রয়োগ করিবে।

অধিক রক্তস্রাব বশতঃ মূর্চ্ছা হইলে চায়না, মানসিক উদ্বেগ, যথা শোক হেতু হইলে ইগ্নেসিয়া এবং ভয় হেতু হইলে ওপিয়ম্ খাইতে দিবে।

অনেক সময়ে পতন বা আঘাতজনিত মস্তিষ্কে বেদনা হেতু মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। আঘাতের প্রাবল্য ও কাঠিন্য অনুসারে ইহা সাংঘাতিক হইয়া থাকে। এইরূপ আঘাতে অনেক সময়ে জীবন সংশয় হইয়া উঠে।

মস্তিষ্কাঘাতে মূর্চ্ছা হইলে রোগীকে অতি সাবধানে ও ধীরে ধীরে তুলিয়া উপযুক্ত স্থানে শয়ন করাইবে। গৃহ হইতে দূরে এরূপ বিপদ ঘটিলে গৃহে আনিবার সময়ে রোগীকে যত সাবধানে ও স্থিরভাবে আনয়ন করা যায় তাহার চেষ্টা ও বন্দোবস্ত করিবে। পাল্কি বা হাতে করিয়া আস্তে আস্তে আনা ভাল। রোগীকে নাড়িবে না বা বিরক্ত করিবে না এবং নিদ্রিত থাকিলে জাগাইবে না।

আর্নিকা খাইতে ও বাহ্য প্রয়োগ করিতে দিবে। অত্যন্ত জ্বর থাকিলে একোনাইট এবং মস্তকে রক্তাধিক্য, মুখ লাল বর্ণ, ধমনী পূর্ণ ও গতিবিশিষ্ট হইলে বেলেডনা এবং মুখ বিবর্ণ, শরীর স্থির, নিশ্বাস ঘন ঘন, গভীর ও ঘড় ঘড়ে হইলে ওপিয়ম দিবে।

১—অনিদ্রা।

অনেক সময়ে ইহা কোন না কোন রোগের সহকারী লক্ষণ। বহু দিন ধরিয়া অনিদ্রা থাকিলে শীঘ্রই মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া সাংঘাতিক ফল উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা—

বেলেডনা—ঘুমাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা সত্বেও ঘুমাইতে পারে না।

কফি—মানসিক চিন্তা বা উত্তেজনা থাকিলে কিম্বা বহুদিন রোগীর সেবাশুশ্রূষায় রাত্রি জাগিয়া হইলে।

জেলসিমিনম—সাধারণ অনিদ্রায় ব্যবহৃত হয়।

ইগ্নেসিয়া—কফির পরে কোন কোন সময়ে ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ উত্তেজনার পরে অবসাদ হইলে কিম্বা নিদ্রিতাবস্থায় অত্যন্ত অস্থিরতা থাকিলে।

নক্সভমিকা—অত্যন্ত মনোনিবেশ, মানসিক চিন্তা, রাত্রি জাগিয়া পাঠ বা পরিপাক শক্তির হ্রাস বশতঃ হইলে।

পল্‌সাটিলা— পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মিলে বা রাত্রিতে অতি ভোজন করিলে।

সহকারী উপায়—সন্ধ্যাকালে স্নান বা শীতল জলে গা মোচা, শয়ন-গৃহে বায়ু চলিতে দেওয়া, অধিক রাত্রিতে অধিক আহার পরিত্যাগ, নিদ্রার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে মন স্থির ও শান্ত রাখা, প্রত্যুষে উঠা, কঠিন শয্যায় শয়ন করা, যথোপযুক্ত পরিশ্রম ও ব্যায়াম করা অত্যাবশ্যক। যাহাদের রাত্রিতে নিদ্রা হয় না তাহাদের উচ্চ বালিসে শয়ন করা উচিত নহে। নিদ্রা না হইলে কোন একটি ভাল বিষয়ে গাঢ় মনঃসংযোগ করিতে থাকিলে সহজেই নিদ্রা আইসে।

২—অঞ্জনি।

লক্ষণ—চক্ষুর পাতার কিনারায় স্ফোটকের ন্যায় হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—

হেপার সল্—পুঁজ জমিলে এই ঔষধে পাকিবার সহায়তা করে।

পল্সাটিলা—অঞ্জনি হইবা মাত্র এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে আর পুঁজ হইতে বা পাকিতে পায় না।

ষ্টাফিসেগ্রিয়া—যদি প্রায়ই সদাসর্ব্বদা অঞ্জনি হয় এবং না পাকিয়া শক্ত হইয়া থাকে।

সহকারী উপায়—গরম জলের সেক দিবে; একটু বড় হইলে পুল্টিস লাগাইবে। পাকিয়া আপনি না ফাটিয়া গেলে ছুঁচ দিয়া একটু গালিয়া দিবে।

৩—অপাক।

যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া দ্বারা আমাদের আহার্য্য বস্তু সকল রক্তে পরিণত হইয়া শরীরকে পরিপুষ্ট করে, সেই পরিপাক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিলে যে পীড়া জন্মে তাহারই নাম অপাক।

লক্ষণ—অবস্থা ভেদে অপাকের নানারূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত লক্ষণ গুলি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

ক্ষুধামান্দ্য, পেটফাঁপা, গা বমি বমি, তিক্ত, অম্ল বা দুর্গন্ধময় উদ্গার, জিহ্বা অপরিষ্কার, মুখ বিস্বাদ, বুক জ্বালা, মাথাধরা, পেটে বেদনা, আহারে অনিচ্ছা, আহারের পর অত্যন্ত ক্লেশ বোধ, কখন কোষ্ঠ বদ্ধ কখন বা উদরাময়।

কারণ—অপরিমিত আহার, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অসম্পূর্ণ চর্ব্বণ ও শীঘ্র শীঘ্র আহার, অপর্য্যাপ্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, যথোপযুক্ত ব্যায়ামের অভাব, রাত্রি জাগরণ, ঠাণ্ডা লাগা, অনবরত পারিবারিক ও সাংসারিক চিন্তা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই পীড়ার চিকিৎসার সময়ে ঐ সমস্ত কারণ গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। পীড়ার কারণ দূরীভূত না করিয়া হাজার ঔষধ প্রয়োগেও কোন ফল দর্শে না।

চিকিৎসা—

তরুণ অবস্থায়—নক্সভমিকা; পল্সাটিলা (গুরুপক্ক, ঘৃতপক্ক বা তৈলাক্ত পদার্থ খাইয়া); আইরিস্ (বমি, পেটের পীড়া ও মাথাধরা); আর্সেনিক্; কলোসিন্থ (অম্ল ফল খাইয়া); হাইড্রাস্টিস্ (পাকস্থলীর অক্ষমতা)।

পুরাতন অবস্থায়—নক্সভমিকা, পল্সাটিলা, হেপার সল্ফর্, ব্রাইওনিয়া, কার্বভেজিটেবিলিস্, ক্যালকেরিয়া, সল্ফর্, মার্কুরিয়স্।

মানসিক অবস্থা হেতু—নক্সভমিকা (কার্য্য চিন্তা বশতঃ); ইগ্নেসিয়া (শোক বশতঃ); একোনাইট; চায়না বা নক্সভমিকা (রাত্রিজাগরণ বশতঃ)।

শরীর ক্ষয়কারী নিসঃরণ, যথা উদরাময়, রক্তস্রাব ও পূঁজ নির্গমন বশতঃ—চায়না, এসিড ফস্‌ফরিক্, ফস্‌ফরস্।

ঠাণ্ডা লাগিলে—একোনাইট, আর্সেনিক্, মার্কুরিয়স্, পল্‌সাটিলা।

ক্ষুধামান্দ্য—ক্যালকেরিয়া, চায়না। অতিরিক্ত ও অনিয়মিত ক্ষুধা—চায়না, সিনা। বমনোদ্রেক—ইপিকা, এণ্টিমনি ক্রুড্। হিক্কা—নক্সভমিকা, জেলসিমিনম্, আর্সেনিক্। মুখে জলউঠা—ব্রাইওনিয়া, নক্সভমিকা।

নক্সভমিকা—প্রাতঃকালে মুখে পচা বা তিক্ত আস্বাদ; সর্ব্বদা অম্ল উদ্গার; পেটে বেদনা ও ভারী বোধ; আহারের পর পেটে কামড়ানী ও ভার; মুখে জলউঠা বিশেষতঃ মদ্যপায়ীদিগের; মল অত্যন্ত কঠিন—বাহ্যার সর্ব্বদা চেষ্টা হয় কিন্তু কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। যাহারা মদখায়, অপরিমিত আহার করে, অত্যন্ত ভাবে ও বসিয়া বসিয়া কাজ করে তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত।

পল্‌সাটিলা—মেদ ও তৈলাক্ত পদার্থ ভক্ষণ হেতু অপাক; জিহ্বা শ্বেত বা হলুদবর্ণ ক্লেদযুক্ত; প্রাতঃকালে মুখ বিস্বাদ; আহারের পর উদ্গার; মুখ দিয়া জলউঠা; পেট কাম-

ড়ানী; তরলমল ত্যাগ বিশেষতঃ রাত্রিতে। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এই ঔষধ উত্তম।

ব্রাইওনিয়া—অত্যন্ত গরমের পর ঠাণ্ডা জল খাইয়া হইলে; খাদ্যে অনিচ্ছা, এমত কি তাহার গন্ধ পর্য্যন্ত অসহ্য; আহারের পর পাকস্থলীতে বেদনা ও ভারি বোধ; সকল দ্রব্যেরই তিক্ত আস্বাদ বোধ হয়; অত্যন্ত মাতাধরা; কোষ্ঠ বদ্ধ; মল শুষ্ক ও কঠিন।

আর্সেনিক—ফল ও অম্লদ্রব্য খাইয়া; খাওয়ার পর বমনোদ্রেক ও বমন; পেটে জ্বালা বোধ; অত্যন্ত জল পিপাসা, অনেকবার একটু একটু জল খাওয়া; অস্থিরতা; পেটে পাথর চাপান ন্যায় ভারী বোধ।

ক্যালকেরিয়া কার্ব—কোমরে কিছুই আঁটিয়া রাখিতে পারে না; মুখে অম্ল আস্বাদ; অম্ল বমন; মাথাধরা; উদরাময়; অল্প পরিশ্রমেই শ্রান্তি বোধ; কাশী ও দুর্ব্বলতা।

সলফর্—এই ঔষধ পুরাতন অবস্থায়, বিশেষতঃ অর্শ থাকিলে নক্সভমিকার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগের সময়েও মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ এক এক মাত্রা দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

সহকারী উপায়—এই পীড়ার চিকিৎসায় নিম্ন-লিখিত নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঔষধ ব্যবহার করিবে:—

১ম।—উত্তম রূপে চর্ব্বণ করিয়া ধীরে ধীরে আহার করিবে; খাদ্য দ্রব্য লালার সহিত সম্পূর্ণ রূপে বিমিশ্রিত ও দন্তদ্বারা পিষ্ট হইয়া চূর্ণীকৃত না হইলে সহজে পরিপাক হয় না। যেমন তাড়াতাড়ি কোন কাজ সুসম্পন্ন হয় না, তাড়াতাড়ি ভোজনও তেমনি পরিপাক ক্রিয়ার প্রধান বিঘ্নকারী।

২য়।—আহারের সময় ও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট রাখা কর্ত্তব্য। প্রতি দিন নিয়মিত সময়ে ক্ষুধা অনুসারে যথোপযুক্ত আহার করিবে।

৩য়।—উদর পূর্ণ করিয়া খাওয়া অবিধেয়। ইহাতে পাকাশয়ের রসের নির্গমন ও ভুক্ত পদার্থের সহিত বিমিশ্রণের হানি হয়।

৪র্থ।—সহজে পরিপাক হয় অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করিবে। এ বিষয়ে বিশেষ কোন নিয়ম উল্লেখ করা এক রূপ অসম্ভব। যাঁহার যে দ্রব্য সহ্য হয় তাঁহার সেই দ্রব্যই ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

৫ম।—পানীয় দ্রব্যের মধ্যে পরিস্কৃত শীতল জল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। মদ্যপানাদি একবারে নিষিদ্ধ; ইহাতে অপকার ব্যতীত কোনই উপকার দর্শে না। ভোজনের সময় অতিরিক্ত জল পান দূষনীয়,—অতিরিক্ত জলপানে পাকস্থলীর উত্তাপ হ্রাস ও উহার রস অধিক জল মিশ্রিত হইয়া অধিকতর তরল হওয়ায় উহার ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে। আমাদের ধাতুতে অধিক বরফ খাওয়াও এই কারণে দূষনীয়।

৬ষ্ঠ।—আহারের সময় মানসিক অবস্থার উপর পরিপাক ক্রিয়া সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে; তজ্জন্য দুঃখিত, শোকার্ত্ত, রাগান্বিত, বিরক্ত অন্তঃকরণে ভোজন করা অন্যায়। প্রফুল্ল মনে ও স্থির ভাবে পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজনের সহিত একত্র বসিয়া গল্প ও কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে আহার করা কর্ত্তব্য।

৭ম।—পূর্ণ আহারের পরক্ষণই কঠিন মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম অবিধেয়; তদ্রূপ অত্যন্ত পরিশ্রান্তির পরই আহার করা অন্যায়। তাড়াতাড়ি ভাত মুখে দিয়াই দৌড়াদৌড়ি স্কুলে বা আফিসে যাওয়ায় আজ কাল এত অজীর্ণ রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠা, শীতল জলে স্নান, নিয়মিত পরিশ্রম ও ব্যায়াম, প্রফুল্লতা ও আমোদ শারীরিক স্বাস্থ্য বিধানের প্রধান উপকরণ।

৪—অর্শ।

লক্ষণ—মলদ্বারের শিরা স্ফীত ও চর্ম্ম শক্ত হইয়া বলি উৎপন্ন হয়। মলদ্বারের ভিতর হইলে তাহাকে অন্তর্ব্বলি এবং বাহিরে হইলে বহির্ব্বলি কহে। ঐ বলি হইতে কখন রক্ত পড়ে, কখন পড়ে না।

চিকিৎসা—

একোনাইট—যদি অত্যন্ত বেদনা, প্রদাহ, লাল বর্ণের রক্ত স্রাব থাকে।

আর্সেনিক্—অত্যন্ত বেদনা, অসহ্য জ্বালা ও দুর্ব্বলতা থাকিলে।

কলিন্সোনিয়া—পুরাতন অর্শ তৎসঙ্গে অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ।

হ্যামামেলিস্—বেদনা ও রক্ত স্রাব।

হাইড্রেসটিস্—যখন কোষ্ঠবদ্ধই প্রধান উপসর্গ হইয়া উঠে।

নক্সভমিকা ও সলফর্—ইহা অর্শের অব্যর্থ মহৌষধ। এক ফোঁটা সলফর প্রাতঃকালে এবং নক্সভমিকা রাত্রিতে শয়নকালে এক সপ্তাহকাল ব্যবস্থা ; পরে ৪।৫ দিন বন্ধ রাখিয়া আবার ঔষধ ব্যবহার করিবে।

সহকারী উপায়—মাংস আহার নিষিদ্ধ। প্রত্যহ শীতল জল ব্যবহার, যথানিয়মিত পরিশ্রম, অপাচ্য ভক্ষণ পরিত্যাগ অত্যাবশ্যক। যাহাতে কোষ্ঠ সরল থাকে এরূপ আহারই উত্তম। প্রত্যহ রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে বাহ্য যাওয়া অর্শ রোগীর পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম।

৫—অত্যন্ত রজঃস্রাব।

লক্ষণ—ইহা অনেক সময়ে সংঘাতিক আকার ধারণ করে। ঋতুর সময়ে এবং তদ্ভিন্ন অন্য সময়েও জরায়ু হইতে

রক্তস্রাব হইয়া থাকে। অতিরিক্ত রক্তক্ষয় বশতঃ রোগী দুর্ব্বল, হস্ত পদ শীতল ও শাদা বর্ণ, চক্ষু বসিয়া যায়, কর্ণে তালা লাগে, দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মে এবং পরিশেষে মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা—

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব—নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে অতিরিক্ত পরিমাণে এবং অধিক কাল স্থায়ী রজঃস্রাব; রক্তস্রাবের পূর্ব্বে স্তন ফুলা ও বেদনা; মাথাধরা ও পেটে বেদনা।

নক্সভমিকা—কাল চাপ চাপ রক্ত; রক্তস্রাব প্রথমে থামিয়া আবার হয়; রক্তস্রাবের ঠিক পূর্ব্বেই পেটে খিলধরার ন্যায় বেদনা, বমনোদ্রেক, মাথাধরা, কোষ্ঠবদ্ধ, বারে বারে বাহ্য যাওয়ার চেষ্টা।

স্যাবাইনা—অত্যন্ত অধিক রজঃস্রাব; রক্তস্রাবের পূর্ব্বে প্রসবের ন্যায় বেদনা; রক্ত লাল বর্ণ।

সিকেলি—দুর্ব্বল ও রক্তহীন রোগীর পক্ষে এই ঔষধ উত্তম। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ ও তরল। বৃদ্ধ বয়সে ঋতু বন্ধ হইবার সময় অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে এই ঔষধ ইপিকার সহিত পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যায়।

চায়না—রক্তাল্পতা; রক্ত জলবৎ তরল; অত্যন্ত রক্তস্রাব বশতঃ দুর্ব্বলতা। অত্যন্ত অধিক রজঃস্রাবে ইহা সিকেলির সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়

আর্নিকা—রক্ত ঘন ও জমাট বাঁধা; অধিক পরিশ্রম, পতন বা আঘাতজনিত পীড়া হইলে এই ঔষধ উৎকৃষ্ট।

সহকারী উপায়—সকল প্রকার মানসিক চিন্তা ও উদ্বেগ, পরিশ্রম এবং ভ্রমণ একেবারে নিষিদ্ধ। রক্তস্রাব নিবারণের জন্য পৃষ্ঠের নীচে বালিস দিয়া পাদদেশ উচ্চ ও মস্তক প্রদেশ নীচু করিয়া রোগী নিস্তব্ধ ভাবে চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিবে। অতিরিক্ত রক্ত স্রাবে শীতল জল পান, সর্ব্ব শরীর শীতল রাখা, পায়ে, পৃষ্ঠদেশে ও তলপেটে শীতল জল প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। কোন প্রকার উষ্ণ দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৬—আঙ্গুলহাড়া।

লক্ষণ—ইহা অতি কষ্টদায়ক পীড়া। আঙ্গুলের অগ্রভাগে প্রদাহ হইয়া পূঁজ জন্মে। উত্তাপ; অসহ্য বেদনা, দপ্‌দপানি, লালবর্ণ প্রভৃতি ইহার প্রধান লক্ষণ। আঙ্গুল হইতে সমগ্র হাত বেদনাযুক্ত হয়।

চিকিৎসা—

সাইলিসিয়া ও হেপার—পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারকরিবে।

প্রথমে শুদ্ধ সাইলিসিয়া ব্যবহারে অনেক সময় পীড়া দমন হইতে দেখা গিয়াছে। অত্যন্ত জ্বর প্রভৃতি থাকিলে একোনাইট ও সাইলিসিয়া পর্য্যায়ক্রমে দিবে।

মার্কুরিয়স্—অনেক সময় দেওয়া যায়। রাত্রিকালে অসহ্য বেদনা ও ধীরে ধীরে পূঁজ হইলে এই ঔষধ উত্তম।

সহকারী উপায়—বেদনা দূর করিবার জন্য গরম পুল্টিস দিবে। আবশ্যক হইলে কাটিয়া দেওয়া যায় কিন্তু কাটিবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, যেন আঙ্গুলের ক্ষুদ্র ধমনী না কাটিয়া যায়। ঘা হইলে ক্যালেণ্ডুলা লোসন দিবে।

৭—আমরক্ত।

লক্ষণ—এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ অন্ত্রের প্রদাহ এবং ক্ষত, বাহ্যা পুনঃপুনঃ এবং আম ও রক্ত যুক্ত, বাহ্যের সময় কোঁথ ও বেগ দেওয়া, তরুণ অবস্থায় জ্বরও থাকে। সাধারণ পীড়ায় কেবল আম নির্গত হইতে থাকে কিন্তু পীড়ার কাঠিন্য অনুসারে আমের সহিত রক্ত, খালি রক্ত, মাছধোয়া জলের মত, কখন বা পচা দুর্গন্ধময় বাহ্যে হইয়া থাকে। পীড়ার

বর্দ্ধিতাবস্থায় অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র বাহ্যে হয়, রোগী দুর্ব্বল ও উত্থান শক্তি রহিত হয়, প্রলাপ, হিক্কা, শীতল ঘর্ম্ম ইত্যাদি অশুভ লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—

একোনাইট—পীড়ার প্রথমাবস্থায়, বিশেষতঃ তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে প্রতি ঘণ্টায় এই ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য লাভ করে।

কলোসিন্থ্—ইহা প্রায় সকল প্রকার আমরক্তে ব্যবহার করা যায়। বাহ্যে রক্ত মিশ্রিত আম, নাভির চতুর্দ্দিকে অসহ্য বেদনা ও কামড়ানী, পেট ফাঁপা ও বেদনা যুক্ত—হাত দিতে দেয় না; অসহ্য বেদনায় রোগী উপুড় হইয়া পড়ে এবং পেটে বালিস দিয়া চাপিয়া ধরে। ইহা মার্কুরিয়সের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মার্কুরিয়স্ কর্—রক্ত মিশ্রিত আমাশয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। বাহ্যের পর অত্যন্ত বেগ ও প্রস্রাব বন্ধ।

নক্সভমিকা—বার বার অল্প অল্প বাহ্যে, বাহ্যে তরল ও রক্তমিশ্রিত, বাহ্যের পর আরাম বোধ।

সল্ফর্—অত্যন্ত সাংঘাতিক অবস্থায় এবং অন্যান্য ঔষধে কোন ফল না দর্শিলে। পেটে অত্যন্ত বেদনা, এমন কি হাত দেওয়া যায় না।

সহকারী উপায়—পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সহজে পরিপাক হয় এরূপ লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা। সহ্য হইলে দুধ দেওয়া যায়; ভাতের মণ্ড ও লেবু উত্তম খাদ্য। আবশ্যক মতে মৎস্য ও মাংসের ঝোলও দেওয়া যাইতে পারে। পেটে বেদনা নিবারণার্থ পুল্টিস বা ফ্লানেল দিয়া গরম জলের সেক অত্যন্ত উপকারী। রোগীকে শীতল জল ও খাদ্য ঠাণ্ডা করিয়া খাইতে দিবে। পুরাতন আমাশয়ে কাঁচা বেল পোড়া সুপথ্য।

৮—আম্বাত।

লক্ষণ—গায়ে চাকা চাকা বাহির হয় ও ফুলিয়া উঠে, চুলকায় ও জ্বালা করে। আহারের দোষে, হিম লাগিয়া এবং কখন কখন জ্বরের সঙ্গে এই পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা—

এপিস—উৎকৃষ্ট ঔষধ।

একোনাইট—অত্যন্ত জ্বর থাকিলে।

ব্রাইওনিয়া—সন্ধিস্থলে কিম্বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া হইলে।

ডল্কামারা—হিম লাগিয়া হইলে। খাওয়ার দোষে এই পীড়া জন্মিলে পলসাটিলা।

আর্টিকা—অনেকের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ; বিশেষতঃ আঘাত বসিয়া গিয়া পেটের পীড়া, বমন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে।

সহকারী উপায়—হিম বা ঠাণ্ডা লাগান নিষিদ্ধ। গরম জলে স্নান করিবে। আহারের বিশেষ নিয়ম রাখিবে; অপাচ্য ভক্ষণ একেবারে ত্যাগ করিবে।

৯—উদরাময়।

লক্ষণ—পুনঃ পুনঃ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাতলা ও জলবৎ বাহ্যে হইতে থাকে, তৎসঙ্গে বমনোদ্রেক বা বমি, পেট ফাঁপা, পেটকামড়ানী, দুর্গন্ধ উদ্গার প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ থাকে। বাহ্যে কখন পাতলা কখন জলবৎ; কখন আম, পিত্ত বা রক্ত যুক্ত। অনেক সময়ে সামান্য উদরাময়ের প্রতি অমনোযোগী হওয়ায় উহা কঠিন ও সংঘাতিক ওলাউঠা রোগে পরিণত হয়। তরুণ উদরাময় অনেক সময়ে আহার ও চিকিৎসার দোষে পুরাতন আকার প্রাপ্ত হয়;—উহাতে রোগীর শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অপরিমিত ভোজন, অপাচ্য

দ্রব্য ভক্ষণ, অপরিষ্কৃত ও দুষিত জল পান, হিম, ঠাণ্ডা বা অত্যন্ত গরম লাগান, মানসিক আবেগ প্রভৃতি নানা কারণ বশতঃ উদরাময় জন্মিয়া থাকে।

চিকিৎসা—

অপাচ্য দ্রব্য ভক্ষণহেতু—পলসাটিলা, নক্সভমিকা, ইপিকা। হিম প্রভৃতি বায়ুর পরিবর্ত্তন হেতু—ক্যাম্ফর (অত্যন্ত শীত করিয়া); একোনাইট (ঘাম বন্ধ হইয়া); ব্রাইওনিয়া (উত্তাপ হইতে হটাৎ ঠাণ্ডা হওয়ায়); ডল্কামারা (ভিজিয়া); কলোসিন্থ (পেটে কামড়ানী ও শূল বেদনা থাকিলে)।

গ্রীষ্মকালের উদরাময়—চায়না (সামান্য উদরাময়); ভেরাট্রম (হাত পায়ে খিল ধরা থাকিলে); আইরিস (বমন ও মাতা ধরা থাকিলে); আর্সেনিক (অত্যন্ত পিপাসা ও দুর্ব্বলতা); এসিড্ ফস্‌ফরস্।

মানসিক উদ্বেগ হেতু—ক্যামোমিলা (রাগ), ইগ্নেসিয়া (শোক), ওপিয়ম (ভয়)।

পুরাতন উদরাময়—ক্যালকেরিয়া, ফস্‌ফরস্, সলফর।

ক্যাম্ফর—হটাৎ তরুণ উদরাময়, শীত বোধ, কম্প, পাকাশয়ে ও অন্ত্রে অত্যন্ত বেদনা, হাত পা ঠাণ্ডা। দুই তিন ফোঁটা চিনির সহিত ২০।৩০ মিনিট অন্তর চারি পাঁচ বার খাইবে।

পলসাটিলা—গুরুপাক দ্রব্য হইতে;—গা বমি বমি, উদ্গার, মুখে তিক্ত আস্বাদ।

চায়না—গ্রীষ্মকালে পেটের পীড়া, ক্ষুধা রহিত, মলের সহিত অপাক দ্রব্য নির্গমন, দুর্ব্বলতা, বেদনা শূন্য।

মার্কুরিয়স্—রক্তযুক্ত বাহ্যে, বাহ্যের পূর্ব্বে পেটবেদনা, পরে অত্যন্ত কোঁথ দেওয়া; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

ব্রাইওনিয়া—গ্রীষ্মকালের পীড়ায়, বরফ খাইয়া বা শরীর অত্যন্ত গরম হইলে শীতল জল খাইলে।

সিনা—কৃমি থাকিলে, বাহ্যে শাদা, নাক খোঁটা, শাদা বা ঘোলা প্রস্রাব, ঘুমাইতে ঘুমাইতে চীৎকার করিয়া উঠা, ও দাঁত কিড়মিড় করা।

কলোসিন্থ্—বাহ্যে হলুদবর্ণ ও পাতলা, পেটে অসহ্য বেদনা যেন পাথরে পিষিতেছে, কিছু খাইলেই বৃদ্ধি।

ইপিকা—সবুজরং বাহ্যে, বমনোদ্রেক বা বমি, পেট ফাঁপা ও বেদনা।

নক্সভমিকা—অতিরিক্ত ভোজন বা মানসিক চিন্তা বশতঃ, কখন কোষ্ঠ বদ্ধ, কখন উদরাময়।

সহকারী উপায়—উদরাময়ে পথ্যের সুব্যবস্থাই প্রধান ঔষধ। তরুণ অবস্থায় সাগু, আরারুট বা বার্লি পথ্য। ক্রমশঃ দুগ্ধ চুনের জলের সহিত খাইতে দেওয়া যায়।

পুরাতন অবস্থায় পুরাতন চাউল এবং টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল পথ্য। অনেক সময়ে জল বায়ু পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক।

১০—উপদংশ।

(গরমির পীড়া।)

অপবিত্র স্ত্রীসহবাস জনিত জননেন্দ্রিয়ে এক প্রকার ক্ষত হইয়া থাকে। উপদংশ বিষ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে শরীরে নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন করে। উপদংশের ৪ টি বিশেষ অবস্থা পরিলক্ষিত হয় ;—

বিষসংযুক্ত স্থানে পীড়া আবদ্ধ থাকিলে প্রথম অবস্থা রক্ত দূষিত হইয়া মুখ, গলা, চর্ম্ম প্রভৃতি স্থান আক্রান্ত হইলে দ্বিতীয়াবস্থা ; বহুদিন পরে অস্থি, মজ্জা, আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকল আক্রান্ত হইলে তৃতীয়াবস্থা এবং শিশুর শরীরে উপদংশ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে পৈতৃক উপদংশ কহে।

প্রথমাবস্থার চিকিৎসা—

মার্কুরিয়স্ সল—উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নাইট্রিক এসিড—অধিক পারা ব্যবহার করিলে।

বেলেডনা—কুচকি ফুলিলে এবং বেদনা হইলে।

দ্বিতীয়াবস্থার চিকিৎসা—এসিড নাইট্রিক, কেলি হাইড্রো, মার্কুরিয়স্, অরম্ উৎকৃষ্ট।

তৃতীয়াবস্থার চিকিৎসা—কেলি হাইড্রো, অরম্, এসিড ফসফরিক্।

কেলিহাইড্রো—দ্বিতীয়াবস্থায় বিশেষতঃ তৃতীয়াবস্থায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। অস্থিতে বেদনা ও ফুলা, ক্ষত, চর্ম্ম রোগ প্রভৃতি লক্ষণ ইহা ব্যবহারে শীঘ্রই দূর হয়।

অরম্—মুখ ও নাসিকায় ক্ষত, উপদংশ বিষ ও পারা দোষ সংযুক্ত রোগে বিশেষ উপকারী।

পৈতৃক উপদংশ—মার্কুরিয়স্, এসিড্ নাইট্রিক, সলফর উত্তম।

সহকারী উপায়—সকল প্রকার মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম ত্যাগ করিবে। স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর লঘু আহার বিধেয়। সকল প্রকার গরম দ্রব্য, মাদক সেবন নিষিদ্ধ। শরীর ও ক্ষত স্থান সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। উপদংশ রোগীর সংস্পর্শ পরিবর্জ্জনীয়।

১১—ঋতুশূল।

লক্ষণ—ঋতুশূল বা বাধক বেদনা অত্যন্ত কষ্ট দায়ক পীড়া। ঋতুর অব্যবহিত পূর্ব্বে অথবা ঋতুর সঙ্গে অসহ্য বেদনা এবং ইহার সহিত কষ্টকর বমনোদ্রেক বা বমি, মাথাধরা,

হিক্কা প্রভৃতি উপসর্গ সকল কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। রজঃস্রাবের সহিত বেদনা হ্রাস হইয়া আইসে।

চিকিৎসা—

ক্যামোমিলা—যদি প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা, কাল চাপ চাপ রক্ত স্রাব, বারে বারে প্রস্রাবের ইচ্ছা, অত্যন্ত অস্থিরতা থাকে।

সিমিসিফিউগা—প্রদাহ যুক্ত ঋতুশূলে উপকারী,—বিশেষতঃ তাহার সঙ্গে আক্ষেপ, হাতে পায়ে খিল ধরা এবং পৃষ্ঠে ও উরুদেশে বেদনা।

নক্সভমিকা—ঘন রজঃস্রাব, বমনোদ্রেক, কোষ্ঠবদ্ধ, বেদনা অসহ্য, দুর্ব্বলতা, মাথাঘোরা।

পল্সাটিলা—থাকিয়া থাকিয়া রজঃস্রাব হয়, পেটের ভিতরে পাথর চাপা বলিয়া বোধ হয়, গরমে বৃদ্ধি।

ককুলস—কর্ত্তণবৎ বেদনা, অতি অল্প রক্ত নির্গত হয়, আবার তৎক্ষণাৎ থামিয়া যায়।

সিপিয়া—রোগের পুরাতন এবং ধাতুর দুর্ব্বল অবস্থায়, আধ-কপালে মাথাধরা, ঋতুকালে দন্তশূল, কোষ্ঠবদ্ধ, রক্তস্রাব কখন বেশী ও বহুদিন স্থায়ী, কখন কম ও ক্ষণস্থায়ী।

সহকারী উপায়—গরম জলের সেক এবং গরম গরম জলপানে অনেক সময়ে উপকার দর্শে। বেদনাযুক্ত ঋতু

উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সলফর্ এবং ক্যালকেরিয়া পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবে।

১২—ওলাউঠা।

লক্ষণ—এই পীড়া কোন দূষিত বিষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সচরাচর এই রোগের তিনটী বিভিন্ন অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়:—

১ম অবস্থা—রোগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি, যথা ভেদ, বমন, নাড়ী ক্ষীণ হওয়া, হাত পায়ে খিল লাগা, পেট্ টানিয়া ধরা, রোগীর পাড়্ হওয়া ইত্যাদি।

২য় অবস্থা—রোগের চরমসীমা; রোগী সম্পূর্ণ পাড়্, নাড়ী নাই অথবা অতি ক্ষীণ, চোখ্ মুখ বসা, প্রস্রাব বন্ধ, ভেদ বমি বন্ধ অথবা প্রথমাবস্থা অপেক্ষা সামান্য ভাবে চলিতেছে, শরীর হিম ও ঘর্ম্মাক্ত।

৩য় অবস্থা—প্রতিক্রিয়ার অবস্থা। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমূহ ক্রমশঃ হ্রাস ও বন্ধ হইয়া শরীর উত্তপ্ত হয় ও এমন কি জ্বর উপস্থিত হয়। ইহার পর রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে থাকে।

চিকিৎসা—

একোনাইট—হটাৎ জলবৎ বাহ্যে, তৎসঙ্গে শীত ও জ্বর, হিম বা ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে, অত্যন্ত পিপাসা, অস্থিরতা, পেটে নাভির নিকট অত্যন্ত বেদনা, গাত্র উত্তপ্ত, দ্রুত ও পূর্ণ-নাড়ী। ইহা কেবলমাত্র প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করা বিধেয়।

আর্সেনিক—অত্যন্ত পাতলা বাহ্যে, গুহ্য দ্বারে জ্বালা, বিছানায় ছট্ ফট্ করা, অসহ্য জল পিপাসা,—বারে বারে কিন্তু অল্প পরিমাণে জল খায়, জল খাইবা মাত্র বমি, শরীর শীতল ও ঘর্ম্মযুক্ত, কিন্তু রোগীর দেহের ভিতরে অসহ্য জ্বালা ও উত্তাপ বোধ, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

ভেরাট্রম—অত্যন্ত অধিক জলবৎ বাহ্যে, হাত পায়ে খিল ধরা, অত্যন্ত অধিক জল পিপাসা,—একেবারে অধিক জল পান করে, বমিও দুর্ব্বলতা।

ইপিকা—অত্যন্ত বমনোদ্রেক বা বমি থাকিলে।

কুপ্রম্—হাত পায়ে বা বুকে অত্যন্ত খিল ধরা থাকিলে।

এই পীড়া সাংঘাতিক,—অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জীবন সংশয় হইয়া উঠে। এই পীড়ার সূত্রপাত মাত্রই সুযোগ্য চিকিৎসকের হস্তে চিকিৎসাভার ন্যস্ত করিবে। এই পীড়ার সমুচিত বর্ণনা ও চিকিৎসা বিবরণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অসম্ভব।

সহকারী উপায়—চারিদিকে ওলাউঠা রোগ আরম্ভ হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিবে:—

১। কুপ্রম্ বা ভেরেট্রম্ এক ফোটা জলে দিয়া ৪ ভাগ করিয়া প্রত্যহ একবার করিয়া সেবন করিবে।

২। সহজ পাচ্য খাদ্য ভক্ষণ করিবে। অনিয়মিত ও অপরিমিত আহার, রাত্রি জাগরণ, সুরাপান ইত্যাদি পরিত্যাগ করিবে।

৩। নদী বা পুষ্করিণীর জল পরিষ্কার করিয়া পান করিবে। প্রথমে জল গরম করিয়া পরে কয়লা ও বালি দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে।

৪। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে; কাপড়, বিছানা, ঘর প্রভৃতি পরিষ্কার রাখিবে।

৫। বাড়ীতে কাহারও এই রোগ হইলে রোগীর মল, মূত্র ও বমি অন্য কোন পাত্রে লইয়া বাটী হইতে অনেক দূরে ফেলিয়া দিবে এবং রোগীর কাপড়, বিছানা প্রভৃতি পোড়াইয়া ফেলিবে। নদী বা পুষ্করিণীতে রোগীর মলসংযুক্ত বস্ত্রাদি ধৌত করিবে না।

৬। রোগীর ব্যবহৃত ঘর বিশেষ পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ না করিয়া ব্যবহার করিবে না। ঘরে কার্বলিক লোসন ছিটাইয়া দিবে, গন্ধক পোড়াইবে, সন্ধ্যাকালে ধূনা দিবে এবং কিছু দিন পর্য্যন্ত সেই ঘরের সমস্ত দুয়ার জানালা খুলিয়া রাখিয়া গৃহ মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইতে দিবে।

১৩—কাউর।

লক্ষণ—চর্ম্মের প্রদাহ, রস পড়ে, শুষ্ক মাম্‌ড়ি পড়িয়া থাকে, চুলকায় বিশেষতঃ রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। সচরাচর শিশু-দিগের পায়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা—

রস্‌টক্স—পুরু মামড়ি, রস নির্গমন, চুলকানির পর জ্বালা, ক্রমাগত চুলকায় ও গুড় গুড় করে।

সলফর্—মাথার ও কাণের পিঠে, দুর্গন্ধযুক্ত, ফাটিয়া রক্ত পড়ে, অসহ্য চুলকানি থাকিলে এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন বিধি।

আর্সেনিক—পুরাতন রোগে, বিশেষতঃ দিবা রাত্রি জ্বালা থাকিলে।

ডল্কামারা—জলবৎ রস পড়ে, চুলকাইলে রক্ত পড়ে, শীত ও বর্ষাকালে বৃদ্ধি।

সহকারী উপায়—পীড়ার স্থান সাবান দিয়া ধৌত করিয়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। শীতল জলে স্নান ও গাত্র পরিষ্কার রাখা অত্যাবশ্যক। রোগীকে অধিক চুলকানি হইতে নিবারণ করিবে। ঘায়ের রস যাহাতে সুস্থ স্থানে না লাগে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

১৪—কাণ কামড়ানি।

লক্ষণ—কোন প্রকার প্রদাহ না থাকিলেও কাণের মধ্যে ভয়ানক বেদনা হয় এবং প্রায়ই হিম লাগিয়া এবং দাঁতের গোড়া ফুলিয়া কাণ কামড়াইয়া থাকে। কথন কথন কাণে জল গেলেও কাণ কামড়ায়।

চিকিৎসা—

বেলেডনা—খোঁচা বিঁধা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা, বেদনার কষ্টে প্রলাপ বকা, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য।

মার্কুরিয়স্ সল্—টন্ টন করে; তাপ দিলে এবং বিছানায় শুইয়া থাকিলে বেদনা বৃদ্ধি, কাণ ফুলিয়া নিকটস্থ গ্রন্থি পর্য্যন্ত স্ফীত হয়।

জেল্সিমিনম্—বেদনা থাকিয়া থাকিয়া হইলে।

ক্যামোমিলা—বেদনা অসহ্য হইয়া উঠিলে এবং কিছুতেই উপশম না হইলে এই ঔষধে অনেক সময় আশ্চর্য্য উপকার দর্শে।

পল্সাটিলা—উৎকৃষ্ট ঔষধ। কাণের মধ্যে স্ফীত, অত্যন্ত বেদনা, প্রাদহ এবং কাণ হইতে অধিক পরিমাণে পুঁজ নির্গত হইলে।

সহকারী উপায়—গরম সেক দিবে। ফ্লানেল দিয়া, ভুষির পুটলী করিয়া বা পুল্টিস দিয়া তাপ দিবে।

১৫—কাণ হইতে পুঁজ পড়া।

চিকিৎসা—

পল্সাটিলা—উৎকৃষ্ট ঔষধ। হামের পর কাণে পুঁজ হইলে এই ঔষধ দিতে হয়।

ক্যালকেরিয়া ও সলফর—পীড়া অধিক দিনের হইলে এবং রোগীর ধাতু দুর্ব্বল হইলে এই দুই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। ক্যাল্কেরিয়া প্রতি দিন দুইবার করিয়া এক সপ্তাহ কাল, ৪ দিবস পরে সলফর একবার করিয়া তিন চারি দিন দিতে হয়।

মার্কুরিয়স্ সল্—কাণে ঘা, পুঁজ দুর্গন্ধ ও ঘন, বা রক্তযুক্ত, বসন্ত রোগের পর কাণে পুঁজ হইলে ইহা দিতে হয়।

সহকারী উপায়—কাণ সদা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। কাণে অতি সাবধানে পিচকারি দিবে কারণ অনেক সময় পিচকারি দেওয়ার দোষে পীড়া আরোগ্য হইতে পারে না। ৫ আউন্স পরিষ্কার জলে এক ড্রাম কার্বলিক এসিড ও এক

ড্রাম গ্লিসিরিন মিশাইয়া কাণে পিচকারি দিবে। পীড়া পুরাতন হইলে শারীরিক স্বাস্থ্য বিধানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

১৬—কাশী।

ফুস্ ফুস্ হইতে সশব্দে বায়ু বহির্গমনের নাম কাশী। কাশী একটী পীড়া নহে—ইহা কোন কোন পীড়ার আনুসঙ্গিক লক্ষণ। কোন পীড়া বশতঃ ফুস্ ফুস্ ও শ্বাসনলী মধ্যে শ্লেষ্মা জমিলে উহা বাহির করিয়া দেওয়াই কাশীর উদ্দেশ্য। ইহা প্রায়ই কোন সাংঘাতিক পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ; সুতরাং কাশীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

কাশী দুই প্রকার;—শ্লেষ্মা উঠিলে তাহাকে তরল এবং কোন রূপ শ্লেষ্মা না উঠিলে তাহাকে কঠিন বা শুষ্ক কাশী বলা যায়।

চিকিৎসা—

তরুণ কাশী—একোনাইট, ইপিকা, বেলেডনা, জেল্সিমিনম।

পুরাতন কাশী—ক্যাল্‌কেরিয়া, সল্‌ফর, মার্কুরিয়স্‌, এণ্টিমনি টার্ট, এসিড নাইট্রিক্‌।

রাত্রিতে বৃদ্ধি—বেলেডনা, মার্কুরিয়স, ড্রসেরা।

১ম—শুষ্ক কাশী।

চিকিৎসা—

একোনাইট—শুষ্ক তরুণ কাশী, তৎসঙ্গে অস্থিরতা, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ মাথাধরা, পিপাসা, গলার ভিতর শুষ্কতা ও জ্বালা বোধ, অল্প প্রস্রাব, কোষ্ঠ বদ্ধ। কাশীর সহিত জ্বর থাকিলে উপকারী।

বেলেডনা—শুষ্ক অবিশ্রান্ত খক্‌ খক্‌ করিয়া কাশী, গলা শুড় শুড় করিয়া কাশী আসে, যেন গলার ভিতর ধুলা পড়িয়াছে; মাথাধরা, মুখলাল বর্ণ ও উষ্ণ, মস্তকে রক্তাধিক্য, রাত্রিতে বৃদ্ধি, রোগী নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে।

আর্নিকা—প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া কাশী, বুক ও পেট বেদনা, শ্লেষ্মার সহিত জমাট রক্ত উঠা।

ব্রাইওনিয়া—ইহাতে শুষ্ক কাশী সরল করে। কাশীতে গেলে বোধ হয় যেন বুক ও মস্তক ফাটিয়া যাইতেছে, কাশীবার পূর্ব্বে বমি, কাশীবার সময় বুকে যেন ছুঁচ-

ফুটার ন্যায় বেদনা; সরল কাশী, শ্লেষ্মা শাদা বা হলুদবর্ণ, কখন বা রক্ত মিশ্রিত।

নক্সভমিকা—শুষ্ক কাশী, গলায় সর্দ্দি বসিয়া গেলে এবং কিছুতেই না উঠিলে, কাশীতে পাকস্থলীতে বেদনা, মাথাধরা, কাশীতে গেলে বোধ হয় যেন মাথা ফাটিয়া যায়, কাশী প্রাতঃকালে এবং আহারের পর বৃদ্ধি।

ফস্ফরস্—গলা খুস্ খুস্ করিয়া অবিশ্রান্ত শুষ্ক কাশী, উচ্চৈস্বরে পড়িলে, কথা কহিলে, হাসিলে এবং গান করিলে কাশীর বৃদ্ধি। শ্লেষ্মা ফেনাযুক্ত, চট্‌চটে্, লবণাক্ত, পচা এবং রক্ত মিশ্রিত।

২য়—তরল কাশী।

চিকিৎসা—

এণ্টিমনিয়ম—গলা ঘড় ঘড় করে, বুক শ্লেষ্মাপূর্ণ, আহারের পর কাশীতে কাশীতে বমি, শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় কাশী, বৃদ্ধদিগের পুরাতন কাশী।

ইপিকা—শ্বাস রোধকারী কষ্টদায়ক কাশী, কাশীর সময় বোধ হয় যেন বুক শ্লেষ্মা পূর্ণ কিন্তু শ্লেষ্মা উঠিতেছে না,

শিশুরা কাশীতে কাশীতে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া নীলবর্ণ হইয়া পড়ে, বমনোদ্রেক ও বমন।

মার্কুরিয়স্ সল্—পুরাতন তরল কাশী, রাত্রিতে এবং বর্ষাকালে বৃদ্ধি, গলা হইতে বুক পর্য্যন্ত জ্বালা ও বেদনা, সর্দ্দির মাথাধরা, সর্দ্দি, পেটের পীড়া ও জ্বর। শ্লেষ্মা লবণাক্ত, পচা, রক্তবর্ণ বা জলবৎ।

আর্সেনিক—বারে বারে একটু একটু জল পান, অস্থিরতা, হাঁপানি ও শ্বাস কষ্ট বিশেষতঃ সিঁড়িতে উঠিতে, শ্লেষ্মা অল্প উঠে কিন্তু উঠিতে অত্যন্ত কষ্ট।

সলফর—সবুজ বর্ণের মিষ্ট গয়ার, চর্ম্ম রোগ, বুকে শ্লেষ্মা ঘড়্ ঘড়্ করে, প্রাতঃকালে কাশীর বৃদ্ধি, দুর্ব্বল ও কৃশ লোকের পক্ষে উপযোগী। কাশী কিছুতেই উপশম বোধ হয় না, বুকে চাপিয়া ধরার ন্যায় বোধ। দিবা ভাগে সরল কাশী, সাদা বা হলুদ বর্ণ গয়ার উঠে কিন্তু রাত্রিতে শুষ্ক।

৩য়—স্বর ভঙ্গের সহিত কাশী।

চিকিৎসা—

মার্কুরিয়স্ সল—সামান্য সর্দ্দির জন্য কাশী ও স্বর-ভঙ্গ।

ফস্‌ফরস্‌—পীড়া কঠিনতর হইলে, অত্যন্ত কাশী ও স্বরভঙ্গ, কিম্বা কাশীর সঙ্গে বুকে অত্যন্ত বেদনা।

স্পাঞ্জিয়া—স্বরভঙ্গ ও স্বরবদ্ধ, স্বরভঙ্গের সহিত কাশী ও সর্দ্দি। মার্কুরিয়সে উপকার না হইলে ইহা দেওয়া যায়।

হিপার সলফর—স্বরভঙ্গের সহিত সরল কাশীতে উত্তম ঔষধ। সজোরে দলা দলা শ্লেষ্মা উঠে, ঠাণ্ডা লাগিলে বৃদ্ধি, পুরাতন অপাকের সহিত কাশী।

অপাকের সহিত কাশী—নক্সভমিকা, ভিরাট্রম, ব্রাই-ওনিয়া।

শিশুদিগের কাশী—ক্যামোমিলা, পল্‌সাটিলা, জেল্‌-সিমিনম, এণ্টিমনি টার্ট।

বমির সহিত কাশী—ইপিকা, এণ্টিমনি টার্ট, ড্রসেরা।

বক্ষে বেদনার সহিত কাশী—ব্রাইওনিয়া, ফস্‌ফরস্‌, সল্‌ফর।

রক্ত উঠার সহিত কাশী—ইপিকা, আর্নিকা, ফস্‌ফরস্‌, সলফর।

সহকারী উপায়—অনেক সময় রোগী চেষ্টা করিয়া কাশী দমন করিতে পারে। যাঁহাদের সর্ব্বদাই সর্দ্দি ও কাশী হয় তাঁহাদের পক্ষে প্রতি দিন শীতল জলে স্নান এবং বুক পিঠ, গলা প্রভৃতি শীতল জলে রগড়ান বিধেয়। পরিস্কার

স্থানে বাস, উপযুক্ত ব্যায়াম, পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন, ধুলা জনতাপূর্ণ ও দুর্গন্ধময় স্থান পরিত্যাগ, কাশী রোগীর পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয়। শুষ্ক কাশীতে মুখে সর্ব্বদা মিশ্রি রাখা ভাল। গলা শুড় শুড় করিয়া সর্ব্বদা কাশী আসিলে গরম সেক দেওয়া মন্দ নহে। কাশী সহজে আরোগ্য না হইলে বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করাইয়া সুচিকিৎসকের ব্যবস্থা লইবে।

১৭—কৃমি।

লক্ষণ—অক্ষুধা বা অতিরিক্ত অস্বাভাবিক ক্ষুধা, ঘন ঘন প্রস্রাব, প্রস্রাব ঘোলা, মুখ চোক রক্তহীন, নাকখোঁটা, গুহ্য-দ্বার চুলকান, ঘুমাইতে ঘুমাইতে দাঁত কিড় মিড় করা এবং চীৎকার করিয়া উঠা।

চিকিৎসা—

ক্যালকেরিয়া কার্ব—পুরাতন পেটের পীড়া, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল। ইহাতে কৃমির ধাত্ নষ্ট করে।

সিনা—কৃমির উৎকৃষ্ট ঔষধ। মুখ দিয়া জল উঠা, গা বমি বমি, পেটকামড়ানি, নাক ও গুহ্য দ্বার চুলকান, শাদা ঘোলা প্রস্রাব প্রভৃতি কৃমি লক্ষণে ইহা নির্দ্দিষ্ট।

ইগ্নেসিয়া—গুহ্যদ্বার অত্যন্ত চুলকান, স্নায়বিক উত্তেজনা, মূর্চ্ছা।

মার্কুরিয়স্—কৃমিবশতঃ পেটের পীড়া, পেটে বেদনা, বাহ্যের সময় কোঁথ পাড়া, কৃমি হেতু নাসিকা দিয়া রক্ত পড়া।

সলফর—অন্যান্য ঔষধ ব্যবহারের পর শেষে এই ঔষধ দেওয়া যায়। ইহাতে ক্যাল্‌কেরিয়ার ন্যায় কৃমির ধাত্ নষ্ট করে।

সহকারী উপায়—লবণ ও জলের পিচকারী উত্তম। সকল প্রকার মিষ্ট, পচা, অপাচ্য খাদ্য নিষিদ্ধ। দাড়িম্বের শিকড়ের ছাল সিদ্ধ করিয়া খাইলে কৃমি নষ্ট হয়।

১৮—কোষ্ঠবদ্ধ।

আহারের অনিয়ম, আলস্য ও নির্জ্জন বাস, বারেবারে জোলাপ লওয়া, যকৃতের ক্রিয়া স্থগিত ও অন্ত্রের দুর্ব্বলতা বশতঃ এই পীড়া হইয়া থাকে। ঔষধ সেবনে অন্ত্রের পেশী সমুদায়কে সতেজ ও বলিষ্ঠ করিয়া সুস্থাবস্থায় আনিতে পারিলেই রোগ দূর হয়।

চিকিৎসা—

নক্স ভমিকা—তরুণ বা পুরাতন সকল প্রকার পীড়াতেই এই ঔষধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বারে বারে বাহ্যের চেষ্টা হয় কিন্তু খোলসা হয় না। অতিরিক্ত মদ্য ও ধূমপান বশতঃ পীড়া হইলে ইহা উপকারী।

ব্রাইওনিয়া—মল ত্যাগের চেষ্টাই থাকে না, মাথাধরা, যকৃতের দিকে বেদনা, মল শুষ্ক ও কঠিন।

ওপিয়ম—অন্ত্রের মল বহিষ্করণের ক্ষমতা রহিত হইলে। বৃদ্ধদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

কলিন্সোনিয়া—পুরাতন অর্শ থাকিলে।

হাইড্রাস্টিস্—উৎকৃষ্ট ঔষধ। অমিশ্র আরক বা ১ম ডাইলুসন ব্যবহৃত হয়।

পডোফাইলম—শক্ত, শুষ্ক কঠিন মল, বাহ্যে গেলে মোটেই বাহ্যে হয় না, পেটে বেদনা।

পুরাতন পীড়ায়

নক্সভমিকা ও সলফর্—সপ্তাহে দুইবার নক্স ও দুই বার সলফর পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করিবে। হাইড্রাস্টিস্

উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঐ ঔষধে কোন উপকার না দর্শিলে ক্যাল্‌-
কেরিয়া কার্ব দেওয়া যাইতে পারে।

সহকারী উপায়—কখন জোলাপ ব্যবহার করিবে না। সামান্য কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে জোলাপ লওয়া অভ্যাস বড়ই দূষনীয়। আজ কাল অনেককেই সপ্তাহে বা মাসে দুই এক বার জোলাপ লইতে দেখা যায়; ইহাতে পীড়া দূর না হইয়া ক্ষণিক উপশমের পর বরং বৃদ্ধি হয়। জল এই পীড়ার মহৌষধ,—প্রত্যহ প্রত্যূষে শীতল জল পান ও শীতল জলে স্নান অত্যন্ত উপকারী। পেটে গুট্‌লে থাকিলে বা বহু দিন কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিয়া অত্যন্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে গরম জলের সহিত সাবান গুলিয়া পিচকারী দেওয়া যায়। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে শৌচে যাওয়া, মল ত্যাগের চেষ্টা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করা, নিয়ম মত ভ্রমণ ও ব্যায়াম প্রভৃতি সামান্য সামান্য নিয়ম গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

পথ্য সম্বন্ধেও বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। দুগ্ধ, সরবত প্রভৃতি পানীয় যথেষ্ঠ পরিমাণে ব্যবস্থা করা যায়। মাংসাহার ভাল নহে। পরিপক্ক ফল যথা পেঁপে, আম্র, আতা প্রভৃতি অত্যন্ত উপকারী। চোকল মিশ্রিত ময়দার রুটি, দধি, ঘোল প্রভৃতিতে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে।

১৯—ক্রন্দন।

শিশুরা অনেক সময়ে অত্যন্ত ক্রন্দন করিয়া থাকে। যখনই কান্দে তখনই যে কেবল ক্ষুধার জন্য কান্দে এমন নহে; তজ্জন্য যখন তখন শিশু কান্দিবা মাত্র তাহাকে স্তন্য পান করাইয়া থামাইবার চেষ্টা নিষ্ফল ও অন্যায়। শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া তাহার অভাব, কষ্ট বা পীড়া স্থির করিতে হয়। অস্থিরতার সহিত ক্রন্দনে বিরক্তি বা অসুবিধা, পেটের দিকে পা গুটাইয়া ক্রন্দনে পেট কামড়ানি, মুখে আঙ্গুল পুরিয়া ক্রন্দনে দাঁত উঠার বেদনা, কাশিবার সময় ক্রন্দনে বুকে বেদনা বুঝায়।

চিকিৎসা—

বেলেডনা—কোন বাহ্যিক কারণ না দেখিতে পাইলে ইহা দেওয়া যায়।

একোনাইট—জ্বর থাকিলে,—গা উত্তপ্ত নাড়ী দ্রুত।

ক্যামোমিলা—ক্রমাগত পেটের দিকে পা গুটাইয়া ক্রন্দন, পেট ফাঁপা ও পেটে বেদনা; বাহ্যে পাতলা।

ক্যামফর—ক্যামোমিলায় কোন উপকার না হইলে এবং শিশুর অত্যন্ত বেদনা বোধ হইতেছে জ্ঞান হইলে ইহা পরিষ্কার চিনির সহিত মিশাইয়া মুখে অল্প অল্প দেওয়া যায়।

ব্রাইওনিয়া—কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে।

সহকারী উপায়—পেটে গরম জল দিয়া ফ্ল্যানেলের সেক, গরম তৈল দিয়া পেট মালিস, পায়ের উপর উপুড় করিয়া শুয়াইয়া পিঠে আস্তে২ চাপড়ানয় উপকার দর্শে।

২০—গ্রন্থি-স্ফীতি।

নানা কারণে শরীরের নানা স্থানের গ্রন্থি স্ফীত হইয়া থাকে। বেদনা, ফুলা, লালবর্ণ, শক্ত হওয়া, টন্ টন্ করা প্রভৃতি লক্ষণ সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

১—বিচি আওড়ান।

হিম লাগিয়া বা অন্য কোন কারণ বশতঃ গলা, ঘাড়, বগল, কুচ্কি ইত্যাদি নানা স্থানের বিচি আওড়াইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা—

বেলেডনা—প্রদাহ যুক্ত ফুলা, উত্তাপ, টন্ টন্ করা।

ক্যালকেরিয়া—গলা, ঘাড়, বগল ও কুচ্কির বিচি ফুলিয়া শক্ত হইয়া থাকিলে এবং বিশেষতঃ তৎসঙ্গে কাণ দিয়া পূঁজ পড়া ও শ্রবণ-শক্তির হ্রাস থাকিলে ইহা উপকারী। ইহা প্রায়ই সলফরের পরে ব্যবহৃত হয়।

মার্কুরিয়স্—গর্ম্মির পীড়া হইতে হইলে ইহা বিশেষ উপকারী।

রসটক্স—গ্রন্থি স্ফীতির ইহা একটি উত্তম ঔষধ।

সলফর্—পারা ব্যবহার, চর্ম্ম রোগ, স্ক্রুফুলা ইত্যাদি কারণ বশতঃ বিচি ফুলা, শক্ত হইয়া থাকা বা পাকা।

হেপার সল্—বিচি ফুলিয়া পাকিলে ও পূঁজ জমিলে ইহা দেওয়া যায়।

সহকারী উপায়—বেদনাযুক্ত স্থান গরম কাপড়ে আবৃত করিয়া রাখিবে, হিম লাগাইবে না বা জলে ভিজাইবে না। বেদনা স্থানে চুন লাগাইলে অনেক সময়ে উপকার দর্শে।

২—গলগণ্ড।

কণ্ঠের সম্মুখস্থিত একটি গ্রন্থি স্ফীত হইয়া এইরূপ আকার ধারণ করে। গলগণ্ড বৃহদাকারের হইলে শ্বাসনলীর উপর চাপ বশতঃ নিশ্বাস রুদ্ধ করে। কেহ কেহ বলেন পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের, বিশেষতঃ যাহারা অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করে তাহাদের এই পীড়া বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা—

স্পঞ্জিয়া—প্রায়ই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। প্রাতঃ-

কালে ও সন্ধ্যায় দুই বার করিয়া ৬ দিন খাইয়া এক সপ্তাহ কাল বন্ধ দিবে। আবার ঐরূপ খাইয়া বন্ধ দিবে।

থুজা—যদ্যপি শিরা সকল অত্যন্ত স্ফীত, পূর্ণ ও বেদনা যুক্ত হয়।

আওডিন—স্পঞ্জিয়ায় কোন ফল না দর্শিলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম স্পঞ্জিয়ার ন্যায়।

২১—গলক্ষত।

লক্ষণ—গলদেশ স্ফীত ও রক্তবর্ণ, গলাধঃকরণে ও শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট এবং কখন কখন বা জ্বর থাকে। পীড়া সামান্য আকারের হইলে শীঘ্রই আরাম হইয়া যায়; ভীষণ আকারের হইলে গলদেশে ক্ষত এবং শ্বাসনলী পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়; তখন শ্বাসরোধ এবং নাসিকা দিয়া কথা বাহির হইতে থাকে। সর্দ্দি হেতু, অতি উচ্চৈস্বরে কথা বলা, গান বা বক্তৃতা করা, পারা খাইলে বা গর্ম্মির পীড়াতে গলক্ষত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—

বেলেডনা—গলদেশ রক্তবর্ণ, গলাধঃকরণে বেদনা।

মার্কুরিয়স্—বোধ হয় যেন গলার ভিতর কি একটা রহিয়াছে, রাত্রিকালে পীড়ার বৃদ্ধি, কখন কখন অতিশয় লালা নিঃসরণ।

ল্যাকেসিস্—গলার ভিতর শুড় শুড় করে, তজ্জন্য বারে বারে কাশীতে হয় এবং নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার ন্যায় বোধ হয়। গলায় বেদনা, কামড়ানি এবং জ্বালা।

আর্সেনিক—অতিশায় দুর্ব্বলতা থাকিলে এবং গলার ভিতর পচিয়া যাওয়ার মত হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

একোনাইট—গলার ভিতর শুস্কতা, উত্তাপ, স্বরভঙ্গ, এবং আনুসঙ্গিক জ্বর থাকিলে এবং পীড়া সর্দ্দি বশতঃ হইলে প্রথমাবস্থায় ইহা ব্যবহার করিবে।

সহকারী উপায়—এক খণ্ড কাপড় শীতল জলে ভিজাইয়া পরে নিংড়াইয়া ফেলিয়া উহা গলার চতুর্দ্দিকে জড়াইবে এবং তাহার উপর কলার পাত বা গটাপার্চা দিয়া তদুপরি দুই তিন পুরু ফ্ল্যানেল জড়াইবে। রাত্রিতে শয়নের সময় এইরূপ করিলে গলার বেদনার শীঘ্রই উপশম হয়।

ব্যারিষ্টার, ধর্ম্ম প্রচারক, ব্যবসায়ী গায়ক, বক্তা প্রভৃতি যাহাদের স্বর যন্ত্রের অযথা সঞ্চালন হয় তাহাদের দাড়ী রাখা ভাল।

২২—গর্ভাবস্থার পীড়া।

গর্ভাবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বিশেষ উপসর্গ দেখিতে পাওয়া যায়; তজ্জন্য উহাদের চিকিৎসা পৃথক লিখিত হইল। গর্ভাবস্থার পীড়া সমূহের চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা ও মনোযোগের আবশ্যক। কোন উপসর্গ অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও স্বাস্থ্য হানিকর না হইলে ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে।

১—বমন।

মুখ দিয়া জল উঠা, গা বমি বমি ও বমন গর্ভসঞ্চারের প্রথম ও একটী প্রধান লক্ষণ। ইহা প্রায়ই প্রাতঃকালে, আহারের পূর্ব্বে ও পরে হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—

ইপিকা—অত্যন্ত গা বমি বমি থাকে ও বমন হয়।

নক্সভমিকা—অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মুখ দিয়া অত্যন্ত জল উঠিলে মার্কুরিয়স্ দিবে।

পলসাটিলা—সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে বমন হইলে ইহা উত্তম।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই গরম দুধ খাইলে অনেক সময় উপকার দর্শে।

২—কোষ্ঠবদ্ধ।

গর্ভাবস্থায়, বিশেষতঃ পূর্ণাবস্থায়, কোষ্ঠবদ্ধ স্বাভাবিকই লক্ষণ। ইহা পীড়া বলিয়া মনে করা উচিত নহে, তবে যখন কোষ্ঠবদ্ধ হেতু কোন যন্ত্রণা, ক্ষুধামান্দ্য, অনিদ্রা, অপাক প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় তখনই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

চিকিৎসা—

নক্সভমিকা—উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে কোন ফল না হইলে ব্রাইওনিয়া দিবে। অন্য কোন ঔষধে ফল না দর্শিলে অনেক সময়ে সিপিয়া দেওয়া যায়।

কোন প্রকার জোলাপ একেবারে নিষিদ্ধ। দুগ্ধ, পক্ক সুমিষ্ট ফল, শীতল জল পান ও শীতল জলে প্রত্যহ স্নান উত্তম।

৩—উদরাময়।

গর্ভাবস্থায় উদরাময় বা পেটের পীড়া অত্যন্ত খারাপ পীড়া। ইহাতে শরীর দুর্ব্বল হইয়া গর্ভনষ্ট হইতে পারে।

চিকিৎসা—

ক্যামোমিলা—উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পল্‌সাটীলা—ক্যামোমিলার পর দেওয়া যায়, বিশেষতঃ যদি মল সবুজবর্ণ ও জলবৎ এবং মলত্যাগের পূর্ব্বে বেদনাথাকে।

সলফর—অন্যান্য কোন ঔষধে ফল না দর্শিলে ইহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বুকজ্বালা থাকিলে চায়না এবং আহারের অনিয়ম বশতঃ হইলে পলসাটিলা দেওয়া যায়। মুখে টক বা তিক্ত আস্বাদ বোধ হইলে নক্সভমিকা অথবা উহা চায়নার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা যায়।

আহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। যাহাতে পীড়া শীঘ্র২ আরোগ্য হয় তৎপ্রতি মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

৪—গর্ভস্রাব।

ইহা গর্ভাবস্থার সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক পীড়া। ইহাতে যে কেবল ভ্রূণের জীবন নষ্ট হয় এমত নহে, প্রসূতির জীবনও সংশয় হইয়া উঠে। একবার গর্ভস্রাব হইলে পুনরায় ঠিক সেই সময়ে আবার এই বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা থাকে।

লক্ষণ—ঋতুর পূর্ব্বে শরীরে যে রূপ অসুস্থতা বোধ হয় ইহার প্রথমেও ঠিক সেইরূপ অনুভব হইতে থাকে, পরে অসহ্য বেদনা, অল্প বা অধিক রক্তস্রাব, পরে জল বাহির হইয়া ভ্রূণের নির্গমন হইয়া থাকে। নানা প্রকার বাহ্যিক কারণ যথা পতন, আঘাত, পা পিছলাইয়া যাওয়া, অত্যন্ত ভারি

দ্রব্য তোলা, শোক দুঃখ প্রভৃতি অত্যন্ত মানসিক উদ্বেগ জন্য গর্ভস্রাব হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—

সিকেলি—অত্যন্ত প্রসব বেদনা ও তৎসঙ্গে কাল জমাট রক্ত নির্গত হয়। পূর্ণগর্ভ নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে ইহা আরও উত্তম।

স্যাবাইনা—গর্ভস্রাব, প্রচুর উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব, জরায়ুতে উত্তাপ ও বেদনা বোধ। যাহাদের প্রায় তৃতীয় মাসে গর্ভ নষ্ট হইয়া যায় তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

একোনাইট—নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত, রক্তের উত্তেজনা বিশিষ্ট লক্ষণ সকল উপস্থিত থাকিলে ইহা বা ইহার সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ বিধেয়। ভয়জনিত গর্ভস্রাবে এবং অত্যন্ত মৃত্যু ভয় উপস্থিত থাকিলে ইহা উপকারী।

আর্নিকা—পতন, আঘাত, অত্যন্ত পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে হইলে ইহা অন্য ঔষধের সঙ্গে প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ আশ্চর্য্য ফল দর্শে। গর্ভস্রাবের পূর্ব্ব লক্ষণে যখন শরীর "অসুখ অসুখ" করিতে থাকে তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা একেবারে দূর হইয়া যায়।

সহকারী উপায়—সামান্য রক্তের দেখা দিলে রোগী স্থির হইয়া শুইয়া থাকিবে এবং যতক্ষণ না সমস্ত আশঙ্কা একেবারে দূরীভূত হয় ততক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকিবে। কেবল মাত্র পা স্থির রাখা উদ্দেশ্য নহে; সমগ্র শরীরের বিশ্রাম অত্যাবশ্যকীয়। গর্ভাবস্থায় স্বামী সহবাস, মানসিক চিন্তা ও উদ্বেগ, অধিক পরিশ্রম, অস্বাস্থ্যকর আহার পরিবর্জ্জনীয়।

নিবারণের উপায়—যাহাদের একবার গর্ভস্রাব হইয়াছে তাহাদের পুনরায় গর্ভসঞ্চার হইলে বিশেষতঃ ঠিক যে সময়ে একবার গর্ভ নষ্ট হইয়াছে সেইসময়ে, বিশেষ সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য। একবার যে সময়ে গর্ভস্রাব হইয়াছে তাহার দুই তিন মাস পূর্ব্ব হইতে দিন একবার দুইবার করিয়া সিকেলি বা স্যাবাইনা সেবন করিবে। যদি প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে পূর্ব্বে এরূপ বিপদ ঘটিয়া থাকে তবে স্যাবাইনা এবং শেষাশিষী সময়ে ঘটিয়া থাকিলে সিকেলি প্রয়োগ করিবে। শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অন্যান্য নিয়ম সকল প্রতিপালনও আবশ্যক।

৫—পা-ফুলা।

গর্ভের পূর্ণাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের পা, উরু এবং এমন কি স্ত্রী জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত ফুলিয়া থাকে। জরায়ু মধ্যে ভ্রূণের

ভারে নিম্নাঙ্গে যথারূপ রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাতই ইহার প্রধান কারণ।

চিকিৎসা—

আর্সেনিক—পা শীতল, ফুলার সহিত অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, দুর্ব্বল নাড়ী।

এপিস্—শীঘ্র শীঘ্র অত্যন্ত অধিক ফুলা, প্রস্রাবের কষ্ট।

চায়না—উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি কারণে দুর্ব্বলতা হেতু হইলে।

সল্ফর্—পূর্ব্বকার চর্ম্মরোগ গর্ভাবস্থায় বিলুপ্ত হইয়া গেলে ইহা বিশেষ উপকারী।

সহকারী উপায়—বসিয়া থাকিবার সময় পা উচ্চ স্থানে রাখিবে। ভ্রমণ অপেক্ষা দাঁড়াইয়া থাকা দূষনীয়। রাত্রি-কালে শয়নের পর ফুলা বেশ কমিয়া যায়।

২৩—চক্ষু-প্রদাহ।

(চোক-উঠা)

লক্ষণ—চক্ষুর শ্বেত অংশ লালবর্ণ, চক্ষুতে উত্তাপ ও বেদনা, আলোক অসহ্য, চক্ষু শুষ্ক বোধ বা অবিশ্রান্ত জল

পড়ে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে কখন জ্বরও থাকে। চক্ষুতে ধুলি, রৌদ্র, অপরিশুদ্ধ বায়ু, তেজস্কর জ্যোতিঃ লাগা প্রভৃতি কারণ বশতঃ এই পীড়া উৎপন্ন হয়।

১ম—তরুণ চক্ষু-প্রদাহ।

চিকিৎসা—

একোনাইট—প্রায় সকল প্রকার তরুণ প্রদাহে, বিশেষতঃ অত্যন্ত বেদনা এবং আলোক অসহ্য হইলে উপযোগী।

আর্নিকা—কোন প্রকার চোট বা আঘাতবশতঃ চক্ষু প্রদাহ উপস্থিত হইলে।

আর্সেনিক—হিম লাগিয়া চোক উঠিলে, চক্ষুতে জ্বালাজনক পিচুটি পড়িলে, চক্ষুতে অত্যন্ত জ্বালা এবং গরম বোধ হইলে।

বেলেডনা—চক্ষু অত্যন্ত লালবর্ণ, আলোক অসহ্য, চক্ষুর চারিদিকে ও ভিতরে কামড়ানির ন্যায় বেদনা। এই ঔষধ কখন কখন একোনাইটের সহিত পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যায়।

ইউফ্রেসিয়া—হিম লাগিয়া চোক উঠা, চক্ষু দিয়া অত্যন্ত জল পড়া, চক্ষুতে বালি পড়ার ন্যায় কষ্ট বোধ, কপালে

ও নাসিকার গোড়ায় সর্দ্দি লাগার ন্যায় বেদনা। চক্ষু দিয়া অত্যন্ত জল পড়াই ইহার প্রধান লক্ষণ।

মার্কুরিয়স সল—প্রথমে জল শেষে পিচুটি ও পুঁজ পড়া, চক্ষুর পাতা লাগিয়া থাকে, চক্ষুতে অত্যন্ত বেদনা ও চুলকানি। ইহা প্রায়ই বেলেডনার পর ব্যবহৃত হয়।

পলসাটিলা—চক্ষুতে ছুচ বিদ্ধের ন্যায় বোধ, বহি-র্বায়ুতে গমন করিলেই চক্ষু দিয়া অত্যন্ত জল পড়ে, চক্ষুর পাতা স্ফীত।

সহকারী উপায়—চক্ষুর উত্তেজক সকল প্রকার দ্রব্য হইতে চক্ষুকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং রোগীকে অর্দ্ধ বা সম্পূর্ণ অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে চক্ষু ঈষৎ উষ্ণ জলে বা দুধে জলে মিশাইয়া ধৌত করিতে হইবে। চোক উঠার সঙ্গে জ্বর থাকিলে পথ্য সম্বন্ধে সাবধান-তার আবশ্যক। যত দিন পর্য্যন্ত চক্ষু সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হয় ততদিন রৌদ্রে, আলোক বা ধুলায় বাহির হইবে না। চক্ষুকে আলোক ও ধুলা হইতে রক্ষা করিবার জন্য নীল বা সবুজ রঙ্গের চসমা ব্যবহার করিবে।

২—পুরাতন চক্ষু-প্রদাহ।

লক্ষণ—অনেক সময় তরুণ অবস্থায় তাচ্ছিল্য বা অমনো-

যোগ হেতু চক্ষু প্রদাহ (চোক উঠা) পুরাতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তরুণ অবস্থা সম্পূর্ণ না যাইতে যাইতেই কার্য্যক্ষেত্রে বাহির হইলেই পীড়া আরাম হইতে না পাইয়া পুরাতন হইয়া যায়।

চিকিৎসা—

সল্‌ফর—প্রথম ব্যবহৃত হয়।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব—সল্‌ফরের পর প্রয়োগ করিতে হয়।

হেপার সল্—বেলেডনা বা মার্কুরিয়সের পর উৎকৃষ্ট ঔষধ। যদ্যপি পীড়া আরোগ্য হইতে বহু দিন বিলম্ব হয় তবে ইহা ব্যবহার করিবে।

২৪—চুলকানি পাচড়া।

ইহা ছোয়াচে রোগ। এই পীড়া চর্ম্মের নিম্নে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম কীট হইতে উৎপন্ন হয়। চুলকান এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ। এই কীট সকল প্রায়ই শরীরের কোমল অংশ সকল আক্রমণ করে। বালকদিগের পাছা, উরু ও পা, হাতে প্রায়ই এই রোগ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—

সল্‌ফর—এই পীড়ার একমাত্র উৎকৃষ্ট ঔষধ। দিবসে দুই তিন বার খাইতে দেওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত শুষ্ক চুলকানিতে মার্কুরিয়স ও সলফর পর্য্যায়ক্রমে যত দিন না কোন উন্নতি বা পরিবর্ত্তন দেখা যায়। কোন নূতন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কার্বভেজিটেবিলিস্ বা হেপার্ প্রযুজ্য।

পাচড়ায় পর্য্যায়ক্রমে সলফর্ ও লাইকোপোডিয়ম ব্যবস্থা। পাচড়া শুকাইয়া আসিলে কার্বভেজিটেবিলিস বা মার্কুরিয়স দিবে।

সহকারী উপায়—গন্ধকের মলম বাহ্যিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। প্রথমে গরম জল ও সাবানে উত্তম রূপে ধৌত করিয়া ঐ মলম লেপন করিবে। পীড়িত ব্যক্তির কাপড়, গামছা অন্য কেহ ব্যবহার করিবে না। পীড়া আরোগ্য হইয়া গেলেও পুরাতন বস্ত্রাদি রজকের বাড়ী না দিয়া কখন ব্যবহার করিবে না, কারণ কীট সকল উহাতে সংলগ্ন থাকে এবং পরে গাত্রে পুনঃ প্রবেশপূর্ব্বক পীড়া উৎপন্ন করে। ঔষধ অপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই এ পীড়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। পীড়ার যন্ত্রণায় যে সে মলম ব্যবহার করা যুক্তি সঙ্গত নহে।

২৫—জ্বর।

সর্দ্দি জ্বর, সামান্য জ্বর, এক জ্বর, সবিরাম ও ম্যালেরিয়া জ্বর। সান্নিপাতিক বিকার জ্বর এবং আতিসারিক বিকার জ্বর কঠিন সাংঘাতিক পীড়া। তজ্জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উহার বিষয় কিছুই লেখা গেল না।

জ্বর কাহাকে বলে সকলেই জানে। যদিও জ্বরকালে প্রত্যেক শরীরে প্রায় ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে তথাপি জ্বরের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে, তন্মধ্যে কতক গুলি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে :—

১ম। গাত্রের উত্তাপের বৃদ্ধি। উত্তাপ পরীক্ষা করিতে তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাপমান যন্ত্রের ১০১ ডিগ্রি হইলে সামান্য জ্বর, ১০৩ পর্য্যন্ত মধ্যম, ১০৫ হইলে ভয়ানক জ্বর বলা গিয়া থাকে।

২য়। নিস্রবের পরিবর্ত্তন। গাত্র শুষ্ক, প্রায়ই ঘাম থাকে না; কোষ্ঠবদ্ধ, মুখ শুষ্ক; প্রস্রাব লাল বর্ণ ও অল্প ইত্যাদি।

৩য়। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম যথা নাড়ী দ্রুত ইত্যাদি।

৪র্থ। শ্বাস ক্রিয়ার ব্যতিক্রম। স্বাভাবিক অপেক্ষা নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হইয়া থাকে।

৫ম। স্নায়ুবিধানের বিশৃঙ্খলা। কম্প, পরিশ্রান্তি,

শিরঃপীড়া, গাত্র বেদনা, অস্থিরতা, প্রলাপ প্রভৃতি স্নায়ু-বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

৬ষ্ঠ। সাধারণ লক্ষণ। আহার ও সমীকরণ অপেক্ষা তন্তু সকলের অধিকতর ক্ষয় হেতু শরীর দুর্ব্বল ও কৃশ, মাংস-পেশী ও মেদের হ্রাস, রক্তাল্পতা ঘটিয়া থাকে।

১ম—সর্দ্দি জ্বর।

লক্ষণ—সামান্য জ্বর এবং তৎসঙ্গে সর্দ্দি ও কাশী, নাসিকা রুদ্ধ, হাঁচি, চক্ষু দিয়া অনবরত জল পড়া, গলায়ও মস্তকে বেদনা ইত্যাদি।

চিকিৎসা—

এ:কানাইট—যখন অত্যন্ত জ্বর, উত্তপ্ত ও শুষ্কগাত্র, ঘন ঘন নিশ্বাস থাকে তখন ইহা ব্যবস্থা। সর্দ্দির প্রারম্ভে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

নক্সভমিকা—যখন নাসিকা বন্ধ, মাথা ভার, এবং গাত্রে বেদনা থাকে।

আর্সেনিক—যদি নাসিকা দিয়া অতিরিক্ত জলবৎ সর্দ্দি নির্গমন, শরীরের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা কিম্বা গরমে আরাম বোধ হয়।

ক্যামোমিলা—যখন গলাভাঙ্গা, শ্বাস পথে সর্দ্দি ঘড় ঘড় করে, যেখান হইতে সর্দ্দি নির্গমন হয় সেখানে বেদনা, কিম্বা কম্প অথচ শরীরের অভ্যন্তরে গরম বোধ থাকে।

কালি আইয়ড্—নাসিকা হইতে অতিরিক্ত ঘন সর্দ্দি নির্গমন অথচ জ্বালা শূন্য এবং চক্ষুর প্রদাহ থাকে।

মার্কুরিয়স্ সল্—যদি অত্যন্ত হাঁচি ও নাসিকা হইতে অতিরিক্ত সর্দ্দি নির্গমন এবং তৎসঙ্গে বেদনা কিম্বা গলাভাঙ্গা এবং ঘর্ম্মের উদ্রেক থাকে।

ফস্ফরস্—যদি অত্যন্ত সর্দ্দি, গলাভাঙ্গা, বুকে বেদনা, শুষ্ক কাশী থাকে।

সহকারী উপায়—সর্দ্দি লাগিলে দুই এক দিন বাড়ীতে এবং ঈষৎ উষ্ণ গৃহে আবদ্ধ থাকা ভাল। গরম জলে স্নান কিম্বা গরম জলে পা ধোয়া উৎকৃষ্ট উপায়। স্নান বা পা ধোয়ার পর গরম কাপড় গায়ে দিলে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে, তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। যাঁহাদের সদাসর্ব্বদা সর্দ্দি লাগিবার আশঙ্কা থাকে তাঁহাদের প্রতি দিন শীতল জলে অবগাহন অত্যুত্তম।

———

২য়—সামান্য জ্বর।

ঠাণ্ডা লাগান, ভিজা কাপড়ে থাকা, জলে ভিজা, অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, আহারের অনিয়ম প্রভৃতি কারণে এই জ্বর হইয়া থাকে। প্রথমে শীত করিয়া বা কম্প দিয়া জ্বর আরম্ভ হয় পরে গা শুষ্ক ও উত্তপ্ত, গায়ে বেদনা, পিপাসা, মাতাধরা, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত, ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস, ক্ষুধা মান্দ্য এবং অল্প প্রস্রাব।

এই জ্বরের সহিত যদি অন্য কোন যান্ত্রিক প্রদাহ না থাকে তবে ইহা শীঘ্রই আরাম হইয়া যায়।

চিকিৎসা—

একোনাইট—উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বেলেডনা—যদি প্রলাপ বক', অজ্ঞানতা, চক্ষু কনীনিকার বিস্তৃতি, শিরঃপীড়া থাকে। ইহা একোনাইটের সহিত পর্য্যায়ক্রমেও দেওয়া যায়।

ব্রাইওনিয়া—মাতাবেদনা, কাশী এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণ ময়লা, কোষ্ঠবদ্ধ, গাত্রে বেদনা।

সহকারী উপায়—রোগীর গৃহ নির্জ্জন, শীতল ও বায়ুযুক্ত, বিছানা পরিষ্কার এবং রোগীর পছন্দ মত হইবে বিছানার চাদর সর্ব্বদা বদলাইয়া জলে কাচিয়া দিবে

পিপাসা নিবারণার্থে ঘন ঘন অল্প অল্প শীতল বা বরফ জল পান করিতে দিবে। পথ্য সাগু, বার্লি বা আরারুট। জ্বর আরোগ্যের সহিত অন্য পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

৩য়—একজ্বর।

জ্বর না ছাড়িয়া যদি ক্রমাগত ভোগ করিতে থাকে অথবা সকালে গায়ের উত্তাপ একটু মাত্র হ্রাস হইয়া বৈকালে পুন-রায় বৃদ্ধি হয় তবে তাহাকে একজ্বর বা স্বল্প বিরাম জ্বর কহে। প্রথমে শীত হইয়া পরে উষ্ণতা বৃদ্ধি, গাত্র দাহ, পিপাসা, গাত্র শুষ্ক, কোষ্ঠবদ্ধ, বমি, পেটে বেদনা, মাতাধরা উপস্থিত হয়। পীড়া কঠিন না হইলে দুই এক সপ্তাহের অধিক কাল ভোগ করে না। সময়ে সময়ে একজ্বর সাংঘাতিক হয়; এরূপ স্থলে সুচিকিৎসক দেখাইবে।

চিকিৎসা—

একোনাইট—উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্দ্দি জন্য জ্বর, গাত্রে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপকারী।

বেলেডনা—মস্তিষ্ক লক্ষণ যথা মাতাধরা, প্রলাপ, মুখ রক্তিমা বর্ণ, অনিদ্রা, পিপাসা, অস্থিরতা থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

ভেরেট্রম ভিরিডি—মাতার সম্মুখ দিকে অত্যন্ত বেদনা, বমনোদ্রেক ও দুর্ব্বলতা।

জেল্‌সিমিনম্—স্বল্পবিরাম জ্বরে এই ঔষধ উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ হইলে।

সহকারী উপায়—সবিরাম জ্বর দেখ।

৪র্থ—সবিরাম জ্বর।

এই জ্বরই আমাদের দেশে আজ কাল সমধিক প্রবল। ম্যালেরিয়া বিষের সহিত সংমিলিত হইয়া ইহা আরও ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে। বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া নাই এমন স্থান নাই বলিলেও হয়। তাহার উপর কুইনাইনের অপব্যবহারে দ্বিগুণ অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে।

এই জ্বর ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয়। ইহার তিনটি পৃথক অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়—১ম শীতাবস্থা, ২য় উষ্ণাবস্থা, ৩য় ঘর্ম্মাবস্থা। প্রথমে কম্প দিয়া বা শীত করিয়া জ্বর আরম্ভ হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মাতাধরা, পিপাসা, গাত্রে বেদনা থাকে। অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে ৩।৪ ঘণ্টার পর উষ্ণাবস্থা আরম্ভ হয়; এই অবস্থায় চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ, অত্যন্ত পিপাসা, পূর্ণ ও দ্রুত নাড়ী, অস্থিরতা থাকে। ইহার ঘণ্টা কয়েক পরেই ঘর্ম্মাবস্থা

উপস্থিত হয়। ঘর্ম্ম হইলে রোগী সুস্থ বোধ করে, অন্যান্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা প্রায়ই দূর হইয়া যায়। পুনরায় জ্বরাক্রমণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিরামকালে রোগী সুস্থ থাকে।

এই জ্বর প্রায়ই এই তিন প্রকারের মধ্যে একটী না একটী রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি দিন অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার পর, এক দিন অন্তর অর্থাৎ ৪৮ ঘণ্টার পর এবং দুই দিন অন্তর অর্থাৎ ৭২ ঘণ্টার পর জ্বর হইয়া থাকে।

এই জ্বরের আনুসঙ্গিক লক্ষণ ক্ষুধা মান্দ্য, রক্তাল্পতা, প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি এবং পরিশেষে শোঁত, কোষ্টবদ্ধ বা উদরাময়, মুখক্ষত ইত্যাদি।

চিকিৎসা—

চায়না—জ্বরের পূর্ব্বে গা বমি বমি,মাতাধরা ও ক্ষুধা। শীতের পূর্ব্বে এবং ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা। কান ভোঁ ভোঁ, মাতাঘোরা, কাশীতে বা হেঁট হইতে প্লীহা ও যকৃৎ প্রদেশে বেদনা। শীত অধিক কাল থাকে, ঘর্ম্ম অধিক হয়, ক্ষুধামান্দ্য, জল ভাল লাগে না। ম্যালেরিয়া প্রদেশে এই ঔষধ সমধিক উপকারী। কুইনাইন এইজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ তাহার আর সন্দেহ নাই কিন্তু উহার অপব্যবহারে এত কুফল ফলিতে দেখা যায়।

আর্সেনিক—পুরাতন কম্প জ্বর; যখন তিনটী অবস্থা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না; জ্বালাযুক্ত উত্তাপ; অপরিতৃপ্ত

তৃষ্ণা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; প্লীহা যকৃতে বেদনা; পাকস্থলীতে বেদনা; মুখ পাণ্ডুবর্ণ এবং শোঁথ। যখন কুইনাইন অতিরিক্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পালা জ্বর, দ্ব্যহিক, ত্র্যহিক বা দিন রাত্রি দুই তিন বার জ্বরে উপকারী।

নক্সভমিকা—প্রায়ই রাত্রিতে জ্বর বা অতি প্রত্যূষে; শীত ভয়ানক ও বহুক্ষণ স্থায়ী; গাত্রের উত্তাপ বেশী—উত্তাপ সত্ত্বেও রোগী আবৃত থাকিতে চায়। শীতের সময় মাতার বেদনা; জ্বরের সময় মাতাধরা, মাতাঘোরা, মুখ লালবর্ণ, বুকে বেদনা এবং বমি।

ইপিকা—শীত অল্প এবং উষ্ণতা বেশী; হাই তুলিয়া গা মোড়া মুড়ি দিয়া এবং মুখে জল উঠিয়া জ্বর আইসে; বাহ্যিক উত্তাপ প্রয়োগে শীত বৃদ্ধি; শীতের সময় তৃষ্ণা থাকে না কিন্তু উষ্ণাবস্থায় তৃষ্ণা থাকে; অধিক বমনেচ্ছা বা বমি; বিজ্বর কালে পেটের গোলমাল থাকে।

পল্‌সাটিলা—বৈকালে বা সন্ধ্যাকালে জ্বর; এককালে শীত এবং উষ্ণাবস্থা; পিপাসা শূন্য জ্বর অথবা কেবল উষ্ণা-বস্থায় পিপাসা; মুখ বিস্বাদ, জিহ্বা অপরিষ্কার, পেটের অসুখ।

ভেরেট্রম—জ্বরের সময় অতিশয় ভেদ, রোগী অতিশয় দুর্ব্বল, শীত অধিকক্ষণ স্থায়ী, অতিরিক্ত ও বহুক্ষণস্থায়ী ঘর্ম্ম, শীত বা ঘর্ম্মাবস্থায় তৃষ্ণা।

ব্রাইওনিয়া—শীতাবস্থা অধিক, সকল অবস্থাতেই তৃষ্ণা

শুষ্ক কাশী সঙ্গে সঙ্গে বুকে ছুচ ফোটার ন্যায় বেদনা, ঐরূপ প্লীহা ও যকৃৎ স্থানে বেদনা, কঠিন মল ও কোষ্ঠবদ্ধ।

সহকারী উপায়—উৎকৃষ্ট স্থানে গিয়া জল বায়ুপরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক; ইহাতে সত্বরেই বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া স্থানে অতি প্রত্যুষে বা সন্ধ্যার পর বাহিরে ভ্রমণ ভাল নহে; একতলা ঘর অপেক্ষা উচ্চ দ্বিতল গৃহে শয়ন করা উচিত। রাত্রিতে দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন করিবে; অতিরিক্ত পরিশ্রম, আহারের অনিয়ম, রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়।

পথ্য—নূতন অবস্থায় জলসাগু, বার্লি প্রভৃতি লঘু পথ্য বিজ্বর কালে দিবে। পুরাতন অবস্থায় এবং পেটের কোন প্রকার দোষ না থাকিলে প্রাতঃকালে অন্ন, মৎস্যের ঝোল, দুগ্ধ এবং বৈকালে রুটি, দুগ্ধ, বা দুধসাগু। রাত্রিতে আহার নিষিদ্ধ। অমাবস্যা পূর্ণিমায় সাবধানে থাকা উচিত।

মুখে ক্ষত, চর্ম্ম পাণ্ডুবর্ণ, প্লীহা যকৃতে অত্যন্ত বেদনা, উদরাময় বা আমরক্ত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পীড়া কঠিন জানিবে। পেটের গোলমাল থাকিলে পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন।

২৬—দদ্রু।

ইহা ছোঁয়াচে রোগ। প্রত্যেক লোমকূপে এক প্রকার কীট জন্মে, চুলকায়, রস পড়ে ও জ্বালা করে। ইহা অনেক সময়ে অসাধ্য তবে প্রথমাবস্থায় ঔষধ পরীক্ষা করা উচিত। যাহাতে রক্তের দূষিত অবস্থা গিয়া কীট উৎপত্তি নিবারিত হয় তজ্জন্যই ঔষধ প্রয়োগ বিধি।

চিকিৎসা—

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ও সলফর্—উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিপিয়া—প্রথমে ব্যবহৃত হইলে পীড়া আর বৃদ্ধি পায় না।

সহকারী উপায়—সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকিবে। কার্বলিক সাবান ব্যবহার উত্তম। এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কাপড়, গামছা প্রভৃতি অন্য কাহারও ব্যবহার করা উচিত নহে। গোয়াপাউডার, এসিটিক এসিড, টিংচার আইওডিন প্রভৃতি বাহ্যিক প্রয়োগে অনেক সময়ে উপকার দর্শে। যথেচ্ছা বাহ্য ঔষধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

২৭—দন্ত বেদনা।

লক্ষণ—এ পীড়া অত্যন্ত সাধারণ। দন্ত বেদনা কখন এক দাঁতে কখন বা বহুদাঁতে, এবং তথা হইতে মুখ, কাণ, গলা, এবং মস্তক পর্য্যন্ত বেদনাযুক্ত বোধ হয়। দাঁত নড়িবা, গর্ভাবস্থায়, হিম লাগিয়া এবং কখন কখন পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতঃ এই রোগ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—

একোনাইট—জ্বর ভাব থাকিলে এবং শীতল জলে আরাম বোধ হইলে।

ক্যামোমিলা—শীতল বাতাস লাগিয়া বা ঘাম বন্ধ হইয়া হইলে। অসহ্য বেদনা, রাত্রিতে এবং বিছানায় শুইলে বৃদ্ধি, গরম দ্রব্য আহারে যন্ত্রণা, দাঁতের গোড়া ও গাল ফুলা, কখন কখন মাথার এক দিক পর্য্যন্ত বেদনা। শিশুদিগের দন্তোদ্গমের সময় বিশেষতঃ তাহার সঙ্গে সঙ্গে উদরাময় থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারী।

মার্কুরিয়স্ সল্—মুখের এক দিক—কাণ, গ্রন্থি, রগ পর্য্যন্ত—একেবারে বেদনাযুক্ত, বেদনার সঙ্গে লালা নিঃসরণ, শীতল জলে ক্ষণিক উপশম, আহারে এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি।

পলসাটিলা—মুখে কোন দ্রব্য দিলেই বেদনা, সন্ধ্যা-

কালে, রাত্রিতে এবং গরমে বেদনা বৃদ্ধি। দাঁতের বেদনার সঙ্গে সঙ্গে কাণ কামড়ানি ও মাথাধরা।

আর্সেনিক—বেদনা হাত দিলে, বেদনার দিকে শুইলে, বিশ্রাম ও ঠাণ্ডা প্রয়োগে বৃদ্ধি; সঞ্চালনে এবং গরম প্রয়োগে উপশম। পীড়া আরাম হইয়া গেলেও যাহাতে পুনরায় না হয় তজ্জন্য কিছু অধিক দিন ইহা ব্যবহার করা উত্তম।

বেলেডনা—দাঁতে খোঁচা বেঁধা ও দপ্‌দপানি, অনেক গুলি দাঁতে একেবারে বেদনা বোধ সুতরাং কোনটিতে বেদনা নির্দ্দেশ করা যায় না, বেদনা নড়িয়া বেড়ায়, ঠাণ্ডা ও গরম উভয়েতেই বেদনা বৃদ্ধি, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও মাথাধরা।

নক্সভমিকা—চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা, আহারের পরে দন্ত বেদনা, নিশ্বাস লইলে ও গরমে আরাম বোধ কিন্তু মানসিক চিন্তায় বেদনা বৃদ্ধি।

সহকারী উপায়—প্রত্যহ সকালে ও আহারান্তে দন্ত শীতল জলে ভালরূপ ধৌত করিবে। যাঁহাদের দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়ে (পানসে দাঁত) তাঁহাদের পক্ষে দাঁতন করা বিশেষ উপকারী। অতিরিক্ত গরম বা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা পদার্থ দাঁতের সহিত সংস্পর্শ করা অতীব অন্যায়, কারণ তাহাতে দাঁত একেবারে নষ্ট হইতে পারে। অনেকের বিশ্বাস তামাক বা চুরুটে দাঁতের গোড়া শক্ত হয়; এটি সম্পূর্ণ ভ্রম

মূলক। তামাকে, আমাদের বিশ্বাস, দাঁত নষ্ট করে। প্রতি দিন রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে, বিশেষতঃ মাংসাহারের পর, মুখ ভালরূপ ধুইয়া শয়ন করিবে।

দাঁতের গোড়া নষ্ট হইয়া গেলে উহা উঠাইয়া ফেলা উচিত। উঠাইবার পূর্ব্বে ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিয়া বেদনা বা আনুসঙ্গিক উৎপাত সকল দূর করতঃ দাঁত রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত।

২৮—দন্তোদ্গম।

(দাঁত উঠা।)

লক্ষণ—দন্তোদ্গম যদিও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, অনেক সময়ে ইহা কষ্টদায়ক, এমন কি সাংঘাতিক হইয়া উঠে। কাশী, অস্থিরতা, অনিদ্রা, মুখ দিয়া লালা নিঃসরণ প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হয়। পরিপাক যন্ত্রের ব্যতিক্রম বিশেষ রূপে পরিলক্ষিত হয় তজ্জন্য বমন, অক্ষুধা, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধ এবং তাহা হইতে মূর্চ্ছা ও আক্ষেপ প্রভৃতি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই পীড়ার সাধারণ ঔষধ ক্যামোমিলা; জ্বর না থাকিলে ইহা দিন তিন চারি বার করিয়া দেওয়া যায়।

১—কোষ্ঠবদ্ধ।

চিকিৎসা—

ব্রাইওনিয়া—মল শক্ত ও বড়, বাহ্যা করিতে অত্যন্ত কষ্ট।

নক্সভমিকা—বাহ্যা করিতে বাহ্যা হয় না, অন্ত্রের ক্রিয়া হ্রাস তেমন বেগ আইসে না।

ওপিয়ম—হঠাৎ অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ, অন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ ও একেবারে বেগ শূন্য।

২—আক্ষেপ ও মূর্চ্ছা।

(শিশুদিগের আক্ষেপ বা দড়কা দেখ)।

৩—উদরাময়।

(পেটের পীড়া)।

চিকিৎসা—

ক্যামোমিলা—উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ইপিকা—অত্যন্ত অধিক খাইয়া ও বমন থাকিলে ইহা উপকারী।

মার্কুরিয়স্ সল্—বাহ্যার সময় অত্যন্ত বেগ দেয়; আমাশয়।

পল্সাটিলা—অপরিপাক বশতঃ উদরাময়, অক্ষুধা, পীড়া রাত্রিতে বৃদ্ধি।

৪—জ্বর।

চিকিৎসা—

একোনাইট—সর্ব্ব প্রথমে দিবে;—বিশেষতঃ অস্থিরতা, পিপাসা, নাড়ী স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও প্রদাহিত থাকিলে।

ক্যামোমিলা—একোনাইটের পর দিবে, বিশেষতঃ যদ্যপি শিশু সর্ব্বদাই খুঁৎ খুঁতে এবং কোলে করিয়া বেড়াইয়া লইতে চায়।

ব্রাইওনিয়া—গায়ে বেদনা, অত্যন্ত কাশী, শ্বাস কষ্ট থাকিলে।

জ্বরের সময় অতি অল্প মাত্র আহার দিবে। দুধ বন্ধ করিয়া অল্প অল্প বার্লির জল দিবে।

৫—অনিদ্রা ও অস্থিরতা।

চিকিৎসা—

বেলেডনা—ঘুমাইতে চায় কিন্তু ঘুম হয় না ও চমকাইয়া এবং কাঁদিয়া উঠিয়া পড়ে।

একোনাইট—জ্বর থাকিলে।

ক্যামোমিলা—পেটের দোষ, পেটফাঁপা, বা আহারের অনিয়ম থাকিলে। অনেক সময় কফি ও ওপিয়মেতে উপকার পাওয়া যায়।

সহকারী উপায়—নিদ্রার সময় অন্ধকার ঘরে স্থির-ভাবে শুয়াইয়া মস্তকে হাত বুলাইলে ও আস্তে আস্তে চাপড়াইতে২ সুর করিয়া গান গাইলে অনেক সময়ে শীঘ্র ঘুম আইসে।

৬—বিলম্বে দন্তোদ্গম।

চিকিৎসা—

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব—উপযুক্ত ঔষধ।

অনেক সময়ে সামান্য নিয়মে যথা শক্ত জিনিস কামড়া-ইতে দেওয়ায় উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। দাঁত উঠিতে অত্যন্ত কষ্ট হইলে ছুরিকা দ্বারা সামান্য একটু কাটিয়া দিলে শীঘ্রই দাঁত উঠিয়া সমস্ত যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

২৯—দুধ তোলা।

ভুক্ত দ্রব্য তুলিয়া ফেলে; কখন কখন পিত্তও উঠিয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পেটের পীড়াও থাকে।

চিকিৎসা—

পলসাটিলা—পাকস্থলীর দুর্ব্বলতা বা অপরিপাচ্য আহার বশতঃ।

ক্যামোমিলা—উৎকৃষ্ট ঔষধ। এক ফোটা সমস্ত দিনে তিন চারি বারে দেওয়া যায়।

ইপিকাক—খাদ্যে অরুচি, শ্লেষ্মা বমন, স্তনের দুধ সহ্য না হইলে।

রিয়ম—ক্যামোমিলায় উপকার না দর্শিলে ইহা দেওয়া যায়।

নক্সভমিকা—অরুচি, সবুজ পিত্ত বমন, কোষ্ঠবদ্ধ।

সহকারী উপায়—খাদ্যের পরিবর্ত্তন এবং পরিমাণে কম করিয়া দেওয়া উচিত। গো দুগ্ধ সহ্য না হইলে উহাতে জল মিশাইয়া বা গর্দ্দভ দুগ্ধ দেওয়া বিধেয়। বমনের পর দুই এক ঘণ্টা মধ্যে কোন খাদ্য দেওয়া উচিত নহে।

৩০—ধনুষ্টংকার।

লক্ষণ—কখন রক্ত দূষিত হইয়া এবং স্নায়বীয় কারণ বশতঃ এবং কখন বা আঘাত বশতঃ এই রোগ হইয়া থাকে। মুখের মাংসপেশী শক্ত ও সঙ্কুচিত, ঘাড় শক্ত, চোয়াল বদ্ধ ও গলাধঃকরণে অশক্ত, মুখ মণ্ডল যাতনা যুক্ত। সমস্ত শরীরের মাংসপেশী সঙ্কুচিত হওয়ায় শরীর সম্মুখ বা পশ্চাৎ দিকে ধনুকের মত বক্র হইয়া উঠে। রোগী জ্ঞান শূন্য হয় না

কেবল খেঁচুনির পরিশ্রান্তি হেতু মৃত্যু উপস্থিত হয়। খেঁচুনির সময় রোগীর চেহারা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে।

চিকিৎসা—

একোনাইট—হিম লাগাইয়া হইলে। চোয়াল বদ্ধ, ঘাড় শক্ত, শরীর পশ্চাৎদিকে বাঁকিয়া যায়।

ক্যামোমিলা বা সিনা—কৃমিবশতঃ হইলে।

আঘাত বশতঃ হইলে—

আর্নিকা—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয় ব্যবহারই উৎকৃষ্ট।

নক্সভমিকা—শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, হস্ত পদাদি কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত, খেঁচুনির সময় সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকিলে। এই ঔষধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বেলেডনা—অত্যন্ত অস্থিরতা, নিদ্রাকালে হঠাৎ চীৎকার বা হাত পা নাড়া, চোয়ালরুদ্ধ, কিছুই গিলিতে পারে না, অজ্ঞানে বাহ্যে প্রস্রাব ত্যাগ করিলে।

ওপিয়ম—রোগী এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে, চক্ষুতারকা বিস্তীর্ণ ও আলোক প্রয়োগে অসাড়, প্রস্রাব ও কোষ্ঠবদ্ধ, খেঁচুনি।

সহকারী উপায়—ঔষধ শীঘ্র শীঘ্র প্রয়োগ করিবে। মেরুদণ্ডে বরফ প্রয়োগে অনেক সময়ে উপকার হয়। রোগীকে

নির্জ্জন গৃহে রাখিবে, কেহ যেন তাহাকে কোন প্রকারে বিরক্ত না করে। রোগী নিস্তব্ধভাবে শুইয়া থাকিবে।

৩১—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

সামান্য অবস্থায় কোন চিকিৎসারই প্রয়োজন করে না। অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব, অধিককাল স্থায়ী বা বার বার উপস্থিত হইলে কিম্বা তৎসঙ্গে শরীরের দুর্ব্বলতা থাকিলে চিকিৎসার প্রয়োজন। যদিও ইহা সামান্য পীড়া তথাপি কোন সময়ে ইহাকে নিবারণ করা এবং কোন সময়ে নিবারণ না করা ইহা স্থির করা বিবেচনা ও সাবধানতার কার্য্য।

১ম—মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ।

চিকিৎসা—

একোনাইট ও বেলেডনা—পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিবে।

সহকারী উপায়—মুখ শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিবে, শীতল জল নাসিকাভ্যন্তরে পিচকারি দিবে, কপালে, গলায় ও পৃষ্ঠে বরফ প্রয়োগ করিবে। মাথা উচ্চ করিয়া রাখিবে। অনেক সময় রক্তস্রাবে মস্তকে রক্তাধিক্যের উপশম হয় অতএব সাবধান হইয়া চিকিৎসার প্রয়োজন।

মাথাঘোরা ও মস্তকে রক্তাধিক্য দেখ।

২য়—আঘাত বশতঃ।

চিকিৎসা—

আর্নিকা—অত্যন্ত শারিরীক পরিশ্রম, চোট বা আঘাত বশতঃ হইলে।

রসটক্স্—শারিরীক পরিশ্রম বশতঃ হইলে আর্নিকার পর, কিম্বা অত্যন্ত ভারি বস্তু তুলিয়া হইলে ইহা প্রয়োগ করিবে।

সহকারী উপায়—মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ দেখ। উপরন্তু ৩০।৪০ ফোটা আর্নিকা এক পোয়া জলে মিশাইয়া ঐ জল নাসিকায় প্রয়োগ করিবে।

৩য়—ঋতুবন্ধ বশতঃ।

ঋতুরোধ হইয়া স্ত্রীলোকের কথন কথন নাসিকা দিয়া রক্ত পড়িয়া থাকে।

চিকিৎসা—

পলসাটিলা বা সিপিয়া—উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঋতুবন্ধ দেখ।

৪র্থ—দুর্ব্বলতা বশতঃ।

রক্তাল্পতা হেতু কথন কথন নাক দিয়া রক্ত পড়িয়া থাকে। রক্তের এই পরিবর্ত্তিত অবস্থা সংশোধিত করাই চিকিৎসার উদ্দেশ্য।

চিকিৎসা—

চায়না—ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

সিকেলি—চায়নায় উপকার না হইলে ইহা দেওয়া যায়।

হ্যামামেলিস—বালকদিগের বিশেষতঃ ফোঁটা ফোঁটা কাল রক্ত পড়িলে।

সহকারী উপায়—পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করিবে এবং সর্ব্ব প্রকার উত্তেজক পদার্থ পরিত্যাগ করিবে। অনেক সময়ে জল বায়ু পরিবর্ত্তন ভাল।

৫ম—কৃমি বশতঃ।

চিকিৎসা—

সিনা বা মার্কুরিয়স্ সল—দিবে।

কৃমি দেখ।

৬ষ্ঠ—বার বার রক্তস্রাব হইলে।

চিকিৎসা—

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ও সলফার—দ্বারা উপকার দর্শে।

সহকারী উপায়—যাহাদের সদাসর্ব্বদা নাসিকা দিয়া রক্ত পড়িয়া থাকে তাহারা মিতাহারী ও পরিশ্রমী হইবে, সর্ব্ব

প্রকার উত্তেজক দ্রব্য ত্যাগ করিবে এবং প্রতি দিন শীতল জলে স্নান করিবে।

৩২—পক্ষাঘাত।

লক্ষণ—মস্তিষ্ক কিম্বা মেরুদণ্ডের পীড়া বা আঘাত বশতঃ গতিশক্তি রহিত হইলে তাহাকে পক্ষাঘাত বলে। এই পীড়ায় কখন অর্দ্ধ অঙ্গ অর্থাৎ দক্ষিণ বা বাম দিক, কখন শরীরের উপর বা নিম্নাংশ (কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত), কখন সমস্ত মুখের কখন বা মুখের একাংশের অবশাঙ্গতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে পীড়িত স্থানের মাংসপেশী সকল শ্লথ, শুষ্ক, সঙ্কুচিত এবং কখন বা শক্তিহীন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—

একোনাইট—হিম লাগিয়া মুখের বা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের অবসন্নতায় উৎকৃষ্ট।

ফসফরস—মেরুদণ্ড বা মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা বশতঃ অবশঙ্গতা। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা বা ক্ষয়কারী পীড়া হেতু হইলে উত্তম।

নক্সভমিকা—অতিরিক্ত মাদক সেবন এবং তৎসঙ্গে অক্ষুধা, বমনেচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে উৎকৃষ্ট।

রসটক্স—বাতজনিত অবশাঙ্গতা; দক্ষিণদিকের অবসঙ্গতা—মূত্রাধার ও মল দ্বারের অবশঙ্গতা।

ওপিয়ম—চক্ষুর পাতা, জিহ্বা, হস্ত পদাদির অবশঙ্গতা; কোষ্ঠ ও প্রস্রাব বন্ধ; অজ্ঞানতা ও নিদ্রা—চক্ষু অর্দ্ধ মুদিত।

সহকারী উপায়—১ম—বৈদ্যুতিক তেজ প্রয়োগ। এ বিষয়ে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য ও উপদেশ আবশ্যক। ২য়—প্রতি দিন শীতল জলে স্নান—পৃষ্ঠ, মস্তক ও মেরুদণ্ডে শীতল জলের ধারা দেওয়ায় বিশেষ উপকার দর্শে। ৩য়—স্নানের পর সর্ব্বাঙ্গ শরীর, বিশেষতঃ অবশ স্থান সজোরে ঘর্ষণ করা আবশ্যক। ৪র্থ—প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ব্যায়াম ও হস্ত পদাদি সঞ্চালন।

৩৩—পানিবসন্ত।

লক্ষণ—ইহা সংক্রামক জ্বর স্বরূপ, বসন্তর ন্যায় গুটিকা থাকে কিন্তু উহা অপেক্ষা কম এবং অল্প দিনেই আরোগ্য হইয়া যায়। জ্বর সামান্য, অসুখ বোধ হওয়ার প্রায় ২৪ ঘণ্টার পরই গুটিকা বাহির হয় এবং ৪র্থ বা ৫ম দিনেই মিলাইয়া যায়। বসন্তর ন্যায় ইহার গুটিকা সকলের মধ্যস্থলে গর্ত্ত, দুর্গন্ধ এবং ঘন সন্নিবেশ থাকে না। গুটিকা সকল প্রায়ই আগে পৃষ্ঠদেশে বাহির হয়।

চিকিৎসা—

একোনাইট—অধিক জ্বর থাকিলে।

বেলেডনা—মস্তিষ্কের বিকারে, শিরঃপীড়া থাকিলে ব্যবহার্য্য।

মার্কুরিয়স—অধিক চুলকানি থাকিলে এবং পাকিলে।

পলসাটিলা—যদি উদ্ভেদ বাহির হইতে বিলম্ব হয় কিম্বা পেটের অসুখ থাকে।

সহকারী উপায়—যত দিন জ্বর থাকে তত দিন রোগীকে শীতল, নির্জ্জন ও বায়ুযুক্ত ঘরে শুয়াইয়া রাখিবে। ঈষৎ উষ্ণ জলে কাপড় ভিজাইয়া গা মুছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পথ্য প্রথমে লঘু এবং পরে পুষ্টিকারক দ্রব্য দিবে।

৩৪—পাণ্ডুরোগ।

লক্ষণ—চক্ষু ও চর্ম্ম হরিদ্রা বর্ণ, বাহ্যা শাদা বা কর্দ্দমবৎ কাল, প্রস্রাব হলুদ বর্ণ। ইহার সহিত পরিপাক ক্রিয়ার ন্যূনাধিক গোলযোগ থাকে। রক্তের সহিত পিত্ত সংযুক্ত হইয়া এরূপ হরিদ্রা বর্ণ উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা—

একোনাইট—যদি অত্যন্ত জ্বর ও যকৃত প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা থাকে।

মার্কুরিয়স সল—ইহা সকল প্রকার পাণ্ডু রোগেই অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চায়না—ইহা মার্কুরিয়সের পর ব্যবহৃত হয় বিশেষতঃ যদি বাহ্যার রং তখনও শাদা থাকে এবং পূর্ব্বে এলোপাথি ডাক্তার দ্বারা অতিরিক্ত পারা ব্যবহার হইয়া থাকে।

নক্সভমিকা—পাণ্ডুরোগের সহিত কোষ্ঠবদ্ধ, মদ্য পান বা বিনা পরিশ্রমবশতঃ হইলে।

শিশুদিগের হইলে ক্যামোমিলা এবং মার্কুরিয়স ব্যবস্থা।

সহকারী উপায়—জ্বর থাকিলে অন্নাহার বন্ধ। দুগ্ধ উৎকৃষ্ট পথ্য। জ্বর প্রভৃতি প্রবল উপসর্গ না থাকিলে যথা নিয়ম পরিশ্রম ও আহার, পরিষ্কার বায়ু সেবন ইত্যাদি আবশ্যক।

৩৫—পেট কামড়ানি।

(ক্রন্দন দেখ)।

৩৬—পেট ফাঁপা।

লক্ষণ—ইহাও অপাকের একটি আনুসঙ্গিক প্রধান লক্ষণ। পেট বোধ হয় পরিপূর্ণ, চোঁয়া ঢেকুর উঠা, বায়ু নিঃসরণ, গা বমি বমি ও অক্ষুধা।

চিকিৎসা।—

কার্ব্বভেজিটেবিলিস—অতি অল্প মাত্র আহারেও পেট ফাঁপে। সঙ্গে সঙ্গে পেটের পীড়া থাকিলে উপকারী।

চায়না—পেট অত্যন্ত ফাঁপা, ফল বা গুরুপাক মাংস খাইয়া পেট ফাঁপা।

নক্সভমিকা—পেটে অত্যন্ত বায়ু, আহারের পর বৃদ্ধি।

পলসাটিলা—উত্তম ঔষধ, বিশেষতঃ গুরুপাক, অধিক ঘৃতপক্ক বা তৈলাক্ত পদার্থ খাইয়া হইলে।

ইগ্নেসিয়া—কোষ্ঠ বদ্ধর সহিত পেট ফাঁপা।

সহকারী উপায়—অপাক দেখ।

৩৭—প্রমেহ।

এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ স্ত্রী বা পুরুষ জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ ও উঁহা হইতে পুঁজ পড়া। ইহা সংক্রামক এবং প্রায়ই অপবিত্র স্ত্রী সহবাস জন্য হইয়া থাকে। প্রথমে মূত্র-নলী মধ্যে চুলকানি, পরে জ্বালা, প্রদাহ ও তৎসঙ্গে জ্বরও থাকে। পুঁজ প্রথমে জলবৎ, পরে শাদা বা হলুদ বর্ণ পুঁজ নির্গত হইতে থাকে।

চিকিৎসা—

একোনাইট—প্রথম অবস্থায় প্রদাহের লক্ষণ সকল থাকিলে নির্দ্দিষ্ট।

ক্যানাবিস—বেদনা, লালবর্ণ, মূত্রনলীর জ্বালা, পুঁজ নির্গমন এবং মূত্র ত্যাগে কষ্ট।

ক্যান্থারিস—বারে বারে প্রস্রাবের ইচ্ছা, প্রস্রাবে অত্যন্ত জ্বালা, হলুদ বর্ণ পুঁজ।

মার্কুরিয়স সল্—পুঁজ প্রথমে পাতলা ও জলবৎ, পরে ঘন ও হলুদ বর্ণ কিম্বা রক্তযুক্ত।

পলসাটিলা—মূত্রনলী বন্ধ হওয়ায় ক্ষীণধারে প্রস্রাব হয়, পুঁজ পড়া বন্ধ হইয়া গেলে এবং অণ্ডকোষ প্রদাহযুক্ত হইলে উত্তম।

সহকারী উপায়—সকল প্রকার উত্তেজক খাদ্য নিষিদ্ধ। পীড়ার প্রবল অবস্থায় অধিক পরিশ্রম ও ভ্রমণ করা অপকারী। হাঁটিতে গেলে একটা কৌপিন ব্যবহার করা উচিত। পীড়িত স্থান সর্ব্বদা সাবান দিয়া ধৌত করিয়া পরিষ্কার রাখিবে।

৩৮—প্রসব।

যাহাদের জীবন যত স্বাভাবিক তাহাদের শারীরিক ক্রিয়া

গুলি তত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বন্য অসভ্য জাতিরা প্রসব জীবনের একটা প্রধান ঘটনা বলিয়া মনে করে না;—তাহাদের মাঠে, পথে বা বনে সন্তান জন্মিয়া থাকে। ধনী ও বিলাসীদিগের নিকট প্রসব কার্য্য ভয়ানক ব্যাপার, এমন কি সময়ে সময়ে প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয় হইয়া থাকে। বিশেষ কষ্টদায়ক লক্ষণ উপস্থিত না হইলে ঔষধ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই।

চিকিৎসা—

জেলসিমিনম্—জরায়ু মুখ শক্ত থাকিলে ইহাতে নরম হয়।

ক্যামোমিলা—অত্যন্ত বেদনা, বিশেষতঃ যাহারা নিতান্ত অসহিষ্ণু।

পলসাটিলা—বেদনা থাকিয়া থাকিয়া হয়, কখন বেশী কখন কম, বেদনা মাজায় বেশী।

সিকেলি—অত্যন্ত অল্প বেদনা এবং থামিয়া যাইবার মত বোধ হয়।

বেলেডনা—বেদনা বেশী ও স্বাভাবিক কিন্তু জরায়ুর মুখ শক্ত কিছুতেই খোলে না; মুখ লাল বর্ণ, মাতাধরা, হাত খিচুনি।

সহকারী উপায়—সর্ব্ব প্রকার গোলযোগ ও অস্থিরতা

নিবারণ করা উচিত। রোগী ও গৃহস্থের উভয়ের পক্ষেই সহিষ্ণুতা অত্যাবশ্যক। পেটের উপর তৈল ও জল দিয়া মালিস করিলে উপকার হয়। প্রসবের পর দুই এক মাত্রা আর্নিকা সেবনে শরীরের ব্যথা ও ভ্যাদালির কামড়ানি নিবারিত হয়।

১ম—ভেদালির কামড়।

জরায়ুর পুনঃ সঙ্কোচনই এই বেদনার কারণ। যাহাদের যত অধিক সন্তান হইয়াছে তাহাদের বেদনা তত বেশী হয়।

চিকিৎসা—

আর্নিকা—দ্বারা বেদনা নিবারিত না হইলে ক্যামোমিলা বা জেলসিমিনম্ দিবে।

একোনাইট—জ্বরের কোন লক্ষণ থাকিলে দিবে।

২য়—প্রসবের পর রক্তস্রাব।

স্বাভাবিক প্রসবে রক্তস্রাব বেশী হয় না। শিশুর জন্মের কিছুক্ষণ পরেই প্রায়ই রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—

সিকেলি, পলসাটিলা, স্যাবাইনা, ইপিকা, বেলেডনা দিবে। অত্যন্ত রজঃস্রাব দেখ।

৩য়—লোকিয়া।

প্রসবের পর কিছু দিন এক প্রকার ঋতুর রক্তের ন্যায় স্রাব হইতে থাকে; পরে ক্রমে ক্রমে উহা বর্ণ হীন হইয়া আসিয়া থামিয়া যায়।

চিকিৎসা—

একোনাইট—অত্যন্ত অধিক লাল বর্ণ রক্তস্রাব এবং দ্রুত নাড়ী।

পলসাটিলা—সাধারণ পীড়ায়, বিশেষতঃ অত্যন্ত অল্প অল্প হইলে।

সিকেলি—কাল ও দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত।

ব্রাইওনিয়া—লোকিয়া বন্ধ হইয়া গেলে এবং তৎসঙ্গে অত্যন্ত মাতাধরা, মাতার বেদনা, উত্তপ্ত লালবর্ণ অল্প মাত্রায় প্রস্রাব। ইহার সহিত একোনাইট বা বেলেডনা, পর্য্যায়-ক্রমে দেওয়া যায়।

৪র্থ—কোষ্ঠবদ্ধ।

প্রসবের পর কোষ্ঠবদ্ধ অস্বাভাবিক নহে। তিন চারি দিন ক্রমাগত কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে এবং তজ্জন্য পেটে বেদনা, মাতাভার প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে ব্রাই-

গুলিয়া দিবে। ইহার পর আবশ্যক হইলে নক্সভমিকা এবং সল্‌ফর পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যায়।

প্রসবের পর প্রস্রাবের কষ্ট থাকিলে একোনাইট দিবে। দুই চারি মাত্রা একোনাইটে কোন উপকার না দর্শিলে তিন চারি মাত্রা ক্যাম্ফর দিবে।

৫ম—উদরাময়।

প্রসবের পর পেটের পীড়া অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া উঠে, তজ্জন্য ইহা হইবা মাত্র মনযোগপূর্ব্বক চিকিৎসা করা আবশ্যক।

চিকিৎসা—

পল্‌সাটিলা—রাত্রিতে বাহ্যা হয়, তৈলাক্ত পদার্থ খাইয়া হইলে।

চায়না—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা থাকিলে।

সহকারী উপায়—সূতিকাগারের আহারের অনিয়মে প্রায়ই উদরাময় হইয়া থাকে। ঘৃত ও মসলা খাওয়ার পুরাতন পদ্ধতি যত দিন না উঠিয়া যাইবে, তত দিন এই পীড়া হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই। মৎস্যের ঝোল, ভাত, আবশ্যক মতে সাগু, দুগ্ধ উত্তম খাদ্য।

৬ষ্ঠ—স্তন্য জ্বর।

প্রসবের পর স্তনে বেদনা ও শক্ত হইয়া জ্বর হয়।

চিকিৎসা—

ব্রাইওনিয়া—উৎকৃষ্ট ঔষধ। নাড়ী দ্রুত ও পূর্ণ থাকিলে, পিপাসা মাতাব্যথা থাকিলে একোনাইট দিবে। অনেক সময়ে একোনাইটের সহিত বেলেডনা পর্য্যায়ক্রমে দিলে উপকার হয়।

৭ম—স্তনের দুধ বসিয়া যাওয়া।

দুগ্ধ অল্প হইলে, দুধ হইতে বিলম্ব হইলে বা দুধ বসিয়া গেলে নিম্ন লিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

চিকিৎসা—

পলসাটিলা—দুধ বিলম্বে হইলে বা বসিয়া গেলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্যাল্‌কেরিয়া—স্তনের পূর্ণতা ও বৃদ্ধি, দুধ অল্প। পল্‌সাটিলার পর ইহা ব্যবহার করা যায়।

ক্যামোমিল—দুধ বসিয়া গেলে (রাগ হেতু); ইগ্নেসিয়া (শোক হেতু); ডল্কামারা (ঠাণ্ডা লাগিয়া)।

৮ম—স্তনে অত্যন্ত দুধ হওয়া।

স্তনে অত্যন্ত অধিক দুধ হইলে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এই যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য যত্নবান হওয়া উচিত।

চিকিৎসা—

ব্রাইওনিয়া—দুগ্ধ এত জমে যে স্তন স্ফীত হইয়া উঠে এবং টন্ টন্ করিতে থাকে।

ক্যালকেরিয়া—অত্যন্ত অধিক দুগ্ধ, দুগ্ধ ক্রমাগত নির্গত হইতে থাকে।

চায়না—অত্যন্ত দুগ্ধ নির্গমন হেতু দুর্ব্বলতা থাকিলে।

৩৯—বধিরতা।

চিকিৎসা—

দুর্ব্বলতা হেতু হইলে

ফস্ফরস্—বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের পক্ষে উপকারী।

হিম লাগিয়া হইলে—এ[illegible] [illegible]ইট, বেলেডনা বা পল্‌সাটিলা।

জ্বরের পর হইলে—পল্‌সাটিলা (হামের পর), বেলেডনা (বিকারের পর), সাইলিসিয়া (মস্তিষ্কের পীড়ার পর)। মস্তকে আঘাত বশতঃ হইলে আর্নিকা।

সহকারী উপায়—স্নানের পর কাণে জল থাকা ভাল নহে; শুষ্ক কাপড় দিয়া জল মুছিয়া ফেলিবে। কাণে সদা-সর্ব্বদা পালক, কাপড় বা কাটি দেওয়া অত্যন্ত খারাপ

অভ্যাস। বালকদিগের কাণের উপর কখন চড় বা কিল মারিবে না। শৈশবাবস্থায় ভাঙ্কর শব্দ শুনিলে অনেক সময় শিশু "কাণে কালা" হয়।

৪০—বসন্ত।

ইহা সংক্রামক পীড়া। ইহার প্রারম্ভে জ্বর, বমি, পৃষ্ট, মাজা ও জানুদেশে বেদনা, মুখে দুর্গন্ধ এবং পেট টিপিলে বেদনা থাকে। চতুর্থ দিনে মুখে, মস্তকে, গলায় ও শরীরের অন্যান্য স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা বাহির হয়; এই গুটিকা সকল প্রথমে শক্ত২ গুটির মত চর্ম্মের উপর হাত বুলাইলে বোধ হয়, কিন্তু ৩।৪ দিনের মধ্যে লাল হইয়া পাকিয়া উঠে। ৮।৯ দিনের পর গুটিকা সকল শুকাইতে আরম্ভ হয়। কোন কোন সময়ে গুটিকা সকল এত ঘন ঘন বাহির হয় যে পুজযুক্ত ঘা হইয়া পড়ে; ঘা শুকাইলে দাগ থাকিয়া যায়। এ পীড়া এক বার হইলে আর হয় না।

চিকিৎসা—

একোনাইট—পীড়ার প্রারম্ভে প্রদাহকালে কিম্বা শিরঃপীড়া, প্রলাপ প্রভৃতি থাকিলে বেলেডনার সহিত পর্য্যায়-ক্রমে দেওয়া যায়।

এণ্টিমোনিয়ম টার্ট—বসন্ত রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা গুটিকা বাহির হইলে এবং পাকিতে থাকিলে দেওয়া যায়।

বেলেডনা—একোনাইট দেখ।

এণ্টিমোনিয়ম্—এণ্টিমোনিয়মের পর অথবা উহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে গুটিকাযুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। গলক্ষত, লালানিঃসরণ থাকিলে মার্কুরিয়স সল এবং পীড়ার শেষ অবস্থায় যখন দাগ পড়িতে আরম্ভ হয় তখন উপকারী।

বসন্ত কঠিন ও সংঘাতিক পীড়া; সুতরাং ইহার ভার সুচিকিৎসকের হস্তে দেওয়া উচিত।

সহকারী উপায়—রোগীর গৃহ শীতল, পরিষ্কার বায়ুযুক্ত এবং অন্ধকার করিয়া রাখিবে। ঘরে দুর্গন্ধ নিবারণার্থ কার্বলিক এসিড লোসন বা ধুনা দেওয়া উচিত। ঘরের ভিতর যাহাতে পরিষ্কার বায়ু বহিতে পারে এইরূপ বন্দোবস্ত দিনের মধ্যে বহুবার করিবে। রোগীর গাত্রে অধিক কাপড় দিবার প্রয়োজন নাই। গাত্র বস্ত্র সদাসর্ব্বদা পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া উচিত এবং পিপাসা নিবারণার্থ বরফ, ঠাণ্ডা জল, লেবু দিয়া মিছরির পানা খাইতে দেওয়া যায়। প্রথমে জ্বরাবস্থায় অতি লঘু পথ্য যথা সাগুদানা, বার্লি এবং পরিশেষে মাংস বা মৎস্যের ঝোল, এবং কমলা লেবু, বেদানা প্রভৃতি পরিপক্ক ও ঈষৎ অম্লযুক্ত ফল দেওয়া যাইতে পারে। বসন্তের দাগ নিবারণার্থ গ্লিসিরিন বা শ্বেতসার দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া উচিত।

প্রতিষেধক—গোবীজ টীকাই ইহার নিবারণের প্রধান উপায়।

৪১—বাত।

লক্ষণ—গাঁইটেং বেদনা। পীড়িত স্থান শক্ত এবং নড়িতে অত্যন্ত বেদনা। কম্প দিয়া বা শীত করিয়া প্রথমে জ্বর হয়, গাত্রের উত্তাপ অত্যন্ত বেশী হয়, আক্রান্ত স্থান সকলে কামড়ান, ছুচবিদ্ধ হওয়ার ন্যায় বেদনা, পরিপাক যন্ত্রের ব্যতিক্রম, গাত্রে অম্লাস্বাদযুক্ত ঘর্ম্ম, অত্যন্ত পিপাসা, প্রস্রাব অল্প। জল বৃষ্টিতে ভিজিয়া, আর্দ্র বস্ত্রে অধিক সময় থাকিয়া প্রায়ই এই পীড়া আরম্ভ হয়।

বাত হইতে হৃৎপিণ্ডের পীড়া হইয়া থাকে তজ্জন্য পীড়া কালে সদাসর্ব্বদা ঐ যন্ত্র পরীক্ষা করা উচিত।

১ম—তরুণ বাত জ্বর।

চিকিৎসা—

একোনাইট—পীড়ার প্রথমাবস্থায়, অত্যন্ত জ্বর, চিড়িক মারা বেদনা—বেদনা রাত্রিতে অসহ্য।

বেলেডনা—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মুখ ও চক্ষু লালবর্ণ, পীড়িত স্থান অত্যন্ত স্ফীত ও অনেক দূর লইয়া লাল বর্ণ, অনিদ্রা।

ব্রাইওনিয়া—ছুরিকা বা ছুচ বিদ্ধের ন্যায় বেদনা—বেদনা মাংস পেশীর, অস্থির নহে। পীড়িত স্থান চিক চিকে ফুলা, একটু নড়িলে বেদনার অসহ্য বৃদ্ধি।

মার্কিউরিয়স্ সল্—যথন কোন বিশেষ সন্ধিস্থল আক্রান্ত হয়, অতিরিক্ত ঘর্ম্ম কিন্তু ঘর্ম্মে কোন উপশম বোধ হয় না; বেদনা রাত্রিতে অত্যন্ত বৃদ্ধি।

পল্‌সেটিলা—যদি বেদনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নড়িয়া বেড়ায়, ঋতু সম্বন্ধীয় কোন গোলযোগ থাকিলে ব্যবস্থা। ইহা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

রস্‌টক্স—যদি পীড়িত স্থান শক্ত হইয়া যায়, বিশ্রামাবস্থায় এবং বায়ু পরিবর্ত্তনে এবং প্রথম নড়িতেই বেদনার বৃদ্ধি। ক্রমাগত নড়িলে এবং বাহ্যিক উত্তাপ প্রয়োগে বেদনার শান্তি।

সহকারী উপায়—অত্যন্ত উত্তাপ, ফুলা ও বেদনা থাকিলে গরম জলে অথবা গরম জলে আর্নিকা মিশাইয়া লইয়া সেক দিলে উপকারী। রসটক্স বা আর্নিকা লিনিমেণ্ট মালিস করিলেও উপকার দর্শে। প্রথমে বার্লি, সাগু বা আরারুট প্রভৃতি লঘু পথ্য বিধেয়, পরে ক্রমেং পুষ্টিকারক পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। রোগী একটু আরাম হইলেই ভ্রমণ বিধেয়। তরুণ লক্ষণ সকল গিয়া যদি পুরাতন ভাবে গাঁইট শক্ত হইয়া থাকে তবে সেই স্থান ঈষৎ উষ্ণ

লবণ ও জলে ধৌত করা এবং রসটক্স লিনিমেণ্ট মালিস করা উচিত।

২য়—পুরাতন বাত।

সন্ধিস্থান শক্ত হয় এবং ফুলিয়া উঠে, প্রায়ই হাঁটুতে এই পীড়া হইয়া থাকে। সন্ধি স্থান বদ্ধ সুতরাং ভ্রমণের প্রতিবন্ধক হয়, পা অনেক সময় শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়।

চিকিৎসা—

রস্টক্স—পীড়িত স্থান শক্ত ও গতিহীন এবং দুর্ব্বল।

সলফর্—পুরাতন এবং পুরুষানুক্রমিক বাতে অনেক সময়ে উপকারী। চর্ম্মে চুলকানি থাকিলে এবং পীড়া কিছুতেই আরাম না হইলে ইহা দেওয়া যায়।

কলচিকম্—ইহা আবশ্যকীয় ঔষধ। রসটক্স ও সলফরের পরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্রাইওনিয়া, মার্কুরিয়স সল্ এবং পল্সাটিলা আবশ্যকীয় ঔষধ। তরুণ বাত দেখ।

সহকারী উপায়—উষ্ণ প্রধান শুষ্ক স্থানে বাস; হিম বা ঠাণ্ডা বাতাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য শীতকালে এবং বৃষ্টির দিনে ফ্লানেল বা গরম কাপড় ব্যবহার করিবে। আর্নিকা বা রসটক্স লিনিমেণ্ট মালিস করিলে বেদনার উপ-

...হয়। আহার পুষ্টিকর ও সহজে পরিপাক হয় এম হওয়া উচিত।

৪২—বুকজ্বালা।

লক্ষণ—বুকজ্বালা অপাকের একটী প্রধান লক্ষণ। ইহাতে পেট হইতে গলা পর্য্যন্ত জ্বালা বোধ হয়, এবং কখন কখন বমিও হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—

ক্যালকেরিয়া কার্ব—পুরাতন অম্ল রোগে উত্তম। দিন তিনবার করিয়া খাইলেই যথেষ্ট।

নক্সভমিকা—সকল প্রকার সাধারণ বুকজ্বালায় দেওয়া যায়; ইহা সলফরের সহিত পর্য্যায়ক্রমেও ব্যবহৃত হইয়াথাকে।

সলফর্—অনেক দিনের পীড়া হইলে নক্সভমিকার সহিত পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যায়।

পলসাটিলা—মেদও তৈলাক্ত পদার্থ খাইয়া অপাক; বুক জ্বালা; মুখে তিক্ত বা পচা আস্বাদ, দুর্গন্ধ।

ব্রাইওনিয়া—খাওয়ার পর বোধ হয় যেন পেটে পাথর চাপান রহিয়াছে, কোষ্টবদ্ধ, মাতাধরা, গা বমি বমি বা পিত্ত বমন।

সহকারী উপায়—অপাক দেখ।